ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 July, 2024 ■ আগরতলা ২৪ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৮ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাজেটে কর্মসংস্থান, দক্ষতা, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে অগ্রাধিকার

আত্মনির্ভরতা অর্জনের বাজেট

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই, ২০২৪।। বিশ্ব অর্থনীতি অনিশ্চয়তার কবলে থাকা সত্ত্বেও, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে তা অব্যাহত থাকবে। অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন আজ সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় বলেছেন যে, ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার নিম্নগামী, স্থিতিশীল এবং ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে। মূল মূল্যস্ফীতি (অ-খাদ্য, অ-জ্বালানি) বর্তমানে ৩.১ শতাংশ এবং পচনশীল পণ্যের সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে পৌঁছানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে যেমন গরিব, মহিলা, যুব এবং অন্নদাতা কৃষক -এই ৪টি প্রধান শ্রেনীর কল্যানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, তা অব্যাহত থাকছে।

বাজেটের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী সীতারামন বলেন, এই বাজেটে বিশেষ করে কর্মসংস্থান, দক্ষতা, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ(এমএসএমই) এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

তিনি ২ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সহকরে ৫ বছরের সময়কালে ৪ কোটি ১ লক্ষ যুবক-যুবতীর জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রীর ৫টি প্রকল্প ও উদ্যোগের প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এই বছর শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার জন্য ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাজেটের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, "বিকাশিত ভারত"-এর অনুসরণে, বাজেটে সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত ৯টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রের উপর সুস্থায়ী প্রচেষ্টা নেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলো হলো: ১) কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতা অর্জন, ২) কর্মসংস্থান ও দক্ষতার ওপর, ৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ উন্নয়ন, ৪) সামাজিক ন্যায়বিচার, উৎপাদন ও পরিষেবা, ৫) নগর উন্নয়ন ৬) শক্তি নিরাপত্তা ৭) পরিকাঠামো ৮) উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ৯) পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার।

অগ্রাধিকার ১:

কৃষিতে উৎপাদনশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা : অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে সরকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনা করবে। ৩২ টি ক্ষেত্রীয় ও উদ্যান শস্য থেকে ১০৯ টি উচ্চ ফলনশীল ও জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক প্রজাতির চাষের জন্য কৃষকদের কাছে দেওয়া হবে।

আগামী দুই বছরে সারা দেশের ১ কোটি কৃষককে শংসাপত্র এবং ব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষিতে যুক্ত করা হবে। ১০ হাজার প্রয়োজন-ভিত্তিক জৈব-ইনপুট সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ডাল ও তৈলবীজের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য এবং সরিষা, চিনাবাদাম, তিল, সয়াবিন ও সূর্যমুখী তৈলবীজের ক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভরতা' অর্জন করতে সরকার সেগুলির উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিপণন জোরদার করবে।

রাজ্যগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে সরকার আগামী তিন বছরের মধ্যে কৃষিতে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে। শ্রীমতী সীতারামন এই বছর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য ১ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেন।

অগ্রাধিকার ২: কর্মসংস্থান ও দক্ষতা: অর্থমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের অংশ হিসাবে সরকার 'কর্মসংস্থান সংযুক্ত প্রোৎসাহ' -র জন্য তিনটি প্রকল্প রূপায়ণ করবে। এগুলি ইপিএফও-তে তালিকাভুক্তির উপর ভিত্তি করে হবে এবং প্রথমবারের কর্মচারীদের প্রতি স্বীকৃতি এবং কর্মচারী ও নিয়োগকর্তাদের সহায়তা করার উপর লক্ষ্য রাখা হবে।

দক্ষতা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী রাজ্য সরকার ও শিল্পের সহযোগিতায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের আওতায় চতুর্থ প্রকল্প হিসাবে একটি নতুন কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। ৫ বছরের মধ্যে ২০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে দক্ষ করে তোলা হবে এবং ১০০০টি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে হাব হিসেবে উন্নীত করা হবে।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, সরকার প্রদত্ত তহবিল থেকে গ্যারান্টি সহ ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুবিধার্থে আদর্শ দক্ষতা ঋণ প্রকল্পটি সংশোধন করা হবে, যা প্রতি বছর ২৫,০০০ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে গৃহীত ঋণের পরিমাণের ৩ শতাংশ বার্ষিক সুদে ছাড় দেবে সরকার, এজন্য সরাসরি ই-ভাউচার দেওয়া হবে।

অগ্রাধিকার ৩: অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পূর্ণতা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, যে কারিগর, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের এবং রাস্তার বিক্রেতাদের, যেমন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি, জাতীয় জীবিকা মিশন এবং স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার অধীনে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ জোরদার করা হবে।

পূর্বোদয়: সরকার বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য "পূর্বোদয়" নামে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই অঞ্চলে মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এই অঞ্চলটিকে উন্নত ভারত অর্জনের একটি চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন গ্রাম অভিযান: অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন গ্রাম অভিযান প্রকল্প চালু করবেউ এজন্য ৬৩,০০০ গ্রাম জুড়ে উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিতে আবাসিক উপজাতি পরিবারগুলির জন্য সম্পূর্ণতা অভিযান চালানোর মাধ্যমে এবং এতে ৫ কোটি উপজাতি মানুষকে উপকৃত হবে।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কের ১০০টিরও বেশি শাখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

- মুদ্রাস্ফীতি নিচের দিকে স্থিতিতে, স্থিতিশীল ভাবে অব্যাহত ও ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার দিকে থাকবে।
- পাঁচ বছরে ৪.১ কোটি যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে প্রধানমন্ত্রীর ৫টি প্রকল্প ও উদ্যোগের প্যাকেজ, ২ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব।
- বাজেটে কর্মসংস্থান, দক্ষতা, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সহমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর নজর।
- যাঁরা নতুন কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তাঁদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০০০ টাকা করা।
- পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে ডিডাকশন এর মাপকাঠি ১৫০০০ টাকার পরিবর্তে হয়েছে ২৫০০০ টাকা।
- বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিদেশি সংস্থাগুলির কর্পোরেট ট্যাক্স ৪০ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাব।
- অনেক অর্থপ্রদানের উপর ৫ শতাংশ টিডিএস ২ শতাংশ টিডিএস-এ সংযুক্ত হয়েছে।
- নিম্ন ও মধ্য আয়ের শ্রেণির সুবিধার্থে মূলধন লাভ ছাড়ের সীমা বার্ষিক ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
- এক্স-রে প্যানেল, মোবাইল ফোন ও পিসিবিএ-র ক্ষেত্রে অন্ত:শুল্ক হ্রাস করে ১৫ শতাংশ-করার প্রস্তাব।
- স্বর্ণ ও রৌপ্য সহ মূল্যবান ধাতুর দাম সস্তা হচ্ছে, আন্ত: শুল্ক কমিয়ে ৬ শতাংশ করার প্রস্তাব।

বাজেট সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট পেশ হওয়ার পর ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এই বাজেট নতুন মধ্যবিত্তের ক্ষমতায়নের জন্য। এই বাজেট থেকে তরুণরা সীমাহীন সুযোগ পাবে। এই বাজেট থেকে শিক্ষা ও দক্ষতা নতুন মাত্রা পাবে। এই বাজেট নতুন মধ্যবিত্তকে শক্তি দেবে...এই বাজেট নারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এমএসএমইকে সাহায্য করবে।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'এই বাজেট সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে শক্তি দেবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বাজেটের জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে বাম-কংগ্রেস ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। গন্ডাছড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি কায়েম করতে চাইছে কংগ্রেস দল। তাদের মদত দিচ্ছে কমিউনিস্টরা। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবে রাজ্যের বাম এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্য।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, এই বাজেট গ্রামীণ জনজীবন, কৃষক, গরীব অংশের মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্যাটেলাইট টাউন, জনজাতিদের উন্নয়ন, গরিব জনগণের জন্য আরো ৩ কোটি ঘর সহ দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ এই বাজেটের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার আসার পরেই সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার বুঝতে পেরেছে। বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং দেশের উন্নয়নে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

এদিকে গন্ডাছড়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্য বললেন, কংগ্রেস আমলে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি ছিল। তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মদত দিয়েছে সিপিআইএম। কংগ্রেস আমলে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক উস্কানি সবকিছু মনে রেখেছে রাজ্যের মানুষ।। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম কংগ্রেস গ্রামের যেতে পারছেন না। তাদের মানুষ ছি ছি করছে। তিনি আরো বলেন, গন্ডাছড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা ভেবেছিল রাজ্যে অস্থিরতা কায়েম করবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। রাজ্যের মানুষ জানেন আসল ঘটনা। তাই রাজ্যের মানুষ বিরোধীদের গ্রহণ করতে নারাজ। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এর প্রতিফলন ঘটবে বলে দাবি করেন প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্য।

লিচুবাগান এলাকায় গুলিকান্ডে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার লিচু বাগান সাহাপাড়ায় গতকাল রাতে গুলিকাণ্ডে জড়িত একজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যরাতে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন লিচুবাগান সাহাপাড়ায় এলাকার বাসিন্দা শ্যামের ছেলে শচীন এক যুবককে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ডগুলি চালায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্যিস ওই যুবক প্রাণে বেঁচে যায়।

এব্যাপারে রাতেই নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় অভিযুক্তের ☞ ৬ এরপাতায় দেখুন

বিজেপি শাসনে রাজ্যে যা উন্নয়ন হয়েছে বামেরা ২৫ বছরে তা করতে পারেনি ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। বিজেপি শাসনে ত্রিপুরার যা উন্নয়ন হয়েছে ২৫ বছর রাজত্ব করেও সিপিএম তা করতে পারেনি। মঙ্গলবার সিমনার পঞ্চবটিতে কর্মী সভায় এই দাবি করেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রাজ্যে আগামী ৮ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগেই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্লকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি দল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদলের অনুকূলে গেছে ৭১ শতাংশ পঞ্চায়েত এবং ৫৮ শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতি আসন। তা সত্ত্বেও একশ শতাংশ জয়ের লক্ষ্যে ঝড়ো প্রচার অব্যাহত রেখেছে শাসক দল। মঙ্গলবার তারই চিত্র দেখা গেছে সিমনায়।

এদিন সিমনার পঞ্চবটি বাজার সংলগ্ন কমিউনিটি হলে ৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এক কর্মীসভার আয়োজন করেছিল শাসক দল। এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ৭ নং জেলা পরিষদের প্রার্থী জয় লাল দাস সহ অন্যান্যরা।

সিমনায় ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ষাটজন পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। তার মধ্যে ৪১ টি তে প্রার্থী দিয়েছেন বিজেপি আর উনিশটিতে তিপ্রামথা দল। তারমধ্যে বারটি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে বলে জানান রতন লাল নাথ। বাকি সিট গুলিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যায় শাসক দল ও বন্ধু দল তিপ্রামথা। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন

বিজেপি দল ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ছয় বছরে যা উন্নয়ন করেছে, বামফ্রন্ট ২৫ বছর রাজত্ব করেও তা করতে পারেনি। তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে ত্রিপুরায় ৮০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। এমনকি রাজ্যের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪১৯ টাকা বলে দাবি করেন কৃষিমন্ত্রী।

নিট নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ

পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজন নেই

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.)।। প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার্থীদের গ্রেস নম্বর দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ২০২৪ নিট ইউজি পরীক্ষা ঘিরে। ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজি কেলেঙ্কারি মামলায় মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত জানাল, পরীক্ষা বাতিল করার যে দাবি তোলা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। এমন কোনও তথ্য মেলেনি যাতে এটা প্রমাণ হয় যে, গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। সুতরাং, নতুন করে নিট হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের যুক্তি, যে ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী নিট ইউজি ২০২৪-এ বসেছিলেন তাঁদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।

দুটি শহরে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও পরীক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত ত্রুটির প্রমাণ মেলেনি। তাই পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার ২০২৪ নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ পুনরায় নিট পরীক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। চলতি বছর ৫ মে হওয়া ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস, গ্রেস মার্কস নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে। গ্রেস মার্কস দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেয় এনটিএ। যদিও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে সিবিআই এখনও তদন্ত চালাচ্ছে। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মতে, ফের পরীক্ষা নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের মনের উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলতে পারে।

রোগীকে পরিষেবা দিয়ে টাকা চাইল জিবি হাসপাতালের কর্মী, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবির বিরুদ্ধে ফের এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন রোগীর পরিজন। এক বৃদ্ধ মহিলাকে পরিষেবা প্রদান করায় ৩০০ টাকা চাইলেন হাসপাতালের কর্মী।একই বৃদ্ধ মহিলা বেশ কিছুদিন ধরে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি ছিলেন। গতকাল তাকে ছুটি দেওয়া হলে পুনরায় আজ অর্থো বিভাগে দেখানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন উনার ছেলে। ওই বৃদ্ধ মহিলা চলাফেরা করতে পারেন না। সেখানে হাসপাতালের এক মহিলা কর্মী থেকে পরিষেবা নিয়েছেন ওই বৃদ্ধ মহিলা। বৃদ্ধ মহিলাকে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিতে সাহায্য করেছেন ওই হাসপাতালের মহিলা কর্মী। তারপর বৃদ্ধ মহিলার ছেলের থেকে ৩০০ টাকা দাবি করেন হাসপাতালের কর্মী ওই মহিলা। রোগীর ছেলের দাবি এর আগেও যতবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় হানা দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। আগরতলা শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় হানা দিয়েছেন ফুড সেফটি এবং লিগ্যাল মেট্রলজি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেন তারা। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করায় সাময়িককালের জন্য অভিষেক রেস্তোরাঁর রান্নাঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান এক আধিকারিক। আজ সদর এস ডি এমের উদ্যোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনায় ৬ যাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। পার্শবর্তী আসাম রাজ্যের নিলাম বাজার এলাকায় ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় অটোচালক সহ পাথারকান্দির ছয় যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু। এই ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা।

আসামের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার এলাকার বেড়াজাল সংলগ্ন আট নং জাতীয় সড়কে দুটি বাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে অটো চালক সহ পাথারকান্দির ছয় যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে।এদের মধ্যে এক নিষ্পাপ শিশুও রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কট করার ডাক সিপিআই (এমএল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হতে পারে না। জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। তাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কট করার ডাক দিল সিপিআই (এমএল)।

সিপিআই(এম এল) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পার্থ কর্মকার বলেন, রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে সন্ত্রাসের বাতাবরণ কায়েম হয়ে রয়েছে। বিরোধীদলের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। বক্সনগর, বামুটিয়া, সালেমা, জিরানিয়া, এবং টেপানিয়া ব্লকে কর্মীদের ডের আক্রমণ করা হয়েছে। ও, সি, এসডিপিও-র সামনে উদয়পুর টেপানিয়া ব্লকে ১১ জুলাই সিপিআই (এম এল) রাজ্য সম্পাদককে শারীরিক নির্যাতনের করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন,

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ২৮১ ■ ২৪ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৮ শ্রাবণ ■ বুধবার ■১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শান্তি ফিরাইতে প্রয়াস

কোটা আন্দোলন ঘিরিয়া হিংসার আগুনে জ্বলিতেছে বাংলাদেশ। সুপ্রিম কোর্টের রায় মানিয়া সেদেশে সমস্ত চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করিল বাংলাদেশ সরকার। সোমবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিজ্ঞপ্তির অনুমোদন দিয়াছিলেন। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করিয়াছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।সেরকার সর্বোচ্চ আদালতের রায় মানিয়া নিয়াছে। রায়ের কোনকিছু পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের হাতে নাই। রায় অমান্য করিবারও কোনও অভিপ্রায় নাই সরকারের।বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দেশের সব সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নবম থেকে বিংশতম গ্রেড পর্যন্ত সমস্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নতুন সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হইবে। আশা করা হইতেছে, এরপর নতুন করিয়া কোনও সমস্যা তৈরি হইবে না। তাহা হইলে কঠোর ব্যবস্থা নিবে সরকার।২০১৮ সালে কোটা সংরক্ষণ নিয়া বাংলাদেশ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিল, তাহা গত ৫ জুন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। এরপরই কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করিয়া মাথাচাড়া দেয়। জুলাইয়ে আসিয়া সেই আন্দোলন অন্য মাত্রা নেয়। দলে দলে পড়ুয়ারা রাস্তায় নামেন। পুলিশ এবং আওয়ামি লিগের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের। এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলনে মৃত্যু শতাধিক ছাড়াইয়াছে।১৯৭২ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা চালু করিয়াছিল। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে সব মিলাইয়া আরও ২৬ শতাংশ কোটা ছিল। সেই কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ২০১৮ সালে হাসিনার সরকার সরকারি চাকরিতে সব ধরনের কোটা তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাইয়া মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সাতজন হাইকোর্টে মামলা করে। এরপর আদালত হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করিয়া দেয়। হাইকোর্টের এই রায়ের পর নতুন করিয়া শুরু হয় আন্দোলন। সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে। গত রবিবার সেই মামলাতেই রায় দিয়াছে আদালত। রায় অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে কোটা থাকিবে মাত্র সাত শতাংশ। তার মধ্যে পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণ থাকিবে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য। বাকি দুই শতাংশের মধ্যে ১ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য, আর ১ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। বাকি ৯৩ শতাংশ নিয়োগই হইবে মেধার ভিত্তিতে। আদালতের রায়কে স্বাগত জানাইয়াছে বাংলাদেশ সরকার। আন্দোলনকারীরাও আদালতের রায় নিয়া ইতিবাচক মনোভাব দেখাইতেছেন। তবে তাঁহারা আন্দোলন থেকে এখনই যে সরিয়া আসিবেন না, তাও স্পষ্ট জানাইয়াছেন। তাঁহাদের দাবি, যাঁহারা আন্দোলনে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পিছনে যাহারা রহিয়াছেন, তাহাদের বিচার চাই। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর খানিক হইলেও বদলাইয়াছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। এদিনও কার্ফিউ জারি ছিল। ঢাকার রাস্তায় টহল দিয়াছে সেনা। এদিন কার্ফিউর মেয়াদ আরও দু'দিন বাড়ানো হ ইয়াছে। এই দু'দিন অফিস খোলা থাকিবে, তবে কাজের নতুন সময়সূচি বাধিয়া দিয়াছে সরকার।

বাজেটে কর্মসংস্থানে জোর, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর নামক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এর আওতায় ১ কোটি বাড়িতে প্রতিমাসে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে পৌঁছে দিতে রুফটপ সোলার প্যানেল লাগানো হবে। জনজাতি উন্নয়নে ৬৩ হাজার গ্রামকে বিশেষ অর্থ সহায়তা করা হবে। বিহারের বন্যার গঙ্গার ওপর বানানো হবে নতুন সেতু। ওই রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিহারে বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন জানিয়েছেন। কোশী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হবে। অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও সিকিমে বন্যা নিয়ন্ত্রণেও দেওয়া হবে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে মহিলা এবং বালিকাদের বিভিন্ন উন্নয়নী প্রকল্পের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন। মহিলারা বাড়ি কিনলে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন। কর্ম সংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে অর্থমন্ত্রী ইপিএফও প্রকল্পে নতুন ঢোকা কর্মীদের জন্য এই ঘোষণা করেন। কর্মসংস্থানের জন্য তিনটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কাজে যোগ দেওয়া কর্মীদের একমাসের মজুরী দেওয়া হবে বলে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন। তিনটি কিস্তিতে ১৫ হাজার টাকা করে তাদের দেওয়া হবে। দেশের কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। তিনটি ক্যান্সার ওষুধের জন্য আমদানী শুল্ক মকুব করেছে কেন্দ্র চলতি অর্থবর্ষে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য ১ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এদিন লোকসভায় নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আগামী দুই বছরে সরকার ১ কোটি কৃষককে প্রাকৃতিক চাষে উৎসাহ জোগাবে। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গবেষনার কাজে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, ডাল ও তৈলবীজে আত্মনির্ভরতা বাড়াতে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ হাজার চাহিদা ভিত্তিক জৈব সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সরকার, দরিদ্র, মহিলা, যুব এবং কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়ে সীতারামন বলেন, প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার মেয়াদ ৫ বছর বাড়ানোয় ৮০ কোটির বেশী মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন নির্ভীক ও দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মঙ্গলবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন নির্ভীক, সাহসী এবং দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, চন্দ্রশেখর আজাদের আদর্শ এবং চিন্তাভাবনা আজও কোটি কোটি দেশবাসী, বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে। মোদী জানান, চন্দশেখরের আদর্শ ও চিন্তাভাবনা লক্ষ লক্ষ মানুষের, বিশেষ করে তরুণদের হৃদয় ও মনে অনুরণিত হতে থাকে।

বন্য প্রাণী বাঁচলে বাঁচবে মানুষ

সীমান্ত দীপু

সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আসকার ইবনে ফিরোজ এবার বছরটা শুরু হয়েছে পাখিশুমারি দিয়ে। জানুয়ারি মাসজুড়ে দেশের প্রায় ৩২টি এলাকায় হয়েছে পাখিশুমারি। বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এ বছর এ কাজে যোগ দিয়েছি। পরিযায়ী পাখির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় গত বছরের চেয়ে পাখির সংখ্যা এবার কিছুটা বেড়েছে।

কিন্তু গত ২০ বছরের পাখির সংখ্যার তথ্য বিশ্লেষণ করলে গবেষক হিসেবে কোনোভাবেই আশাবাদী হতে পারি না। এক টাঙ্গুয়ার হাওরেই এই সময়ের মধ্যে পরিযায়ী পাখি কমেছে প্রায় ৩৯ ভাগ। আর আবাসিক জলচর পাখি কমেছে প্রায় ৬১ ভাগ।

হাকালুকি হাওরের এ অবস্থা আরও ভয়াবহ। পরিযায়ী পাখি, যারা দীর্ঘ ভ্রমণ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়, বিগত যেকোনো সময়ের চেয়ে তারা সংকটে আছে। বাংলাদেশে আমাদের বন্য প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা এখন প্রায় ১ হাজার ১০০। এ রকম বন্য প্রাণীর সমাহার খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। এ দেশে পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৭২১। অথচ সারা ইউরোপে ৫০০ প্রজাতির পাখি দেখা খুব কঠিন। বাংলাদেশে বন্য প্রাণীর অবস্থা কী, তা দেখার জন্য ২০১৫ সালে প্রকাশিত আইইউসিএনের লাল তালিকা দেখা যেতে পারে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ১২৫ প্রজাতির বন্য প্রাণী হুমকি বা বিলুপ্তির মুখে আছে, যা মোট প্রজাতির প্রায় ১৪ ভাগ। গত ১০০ বছরে প্রায় ৩১ প্রজাতির বন্য প্রাণী হারিয়ে গেছে, যা এ দেশের মোট বন্য প্রাণীর প্রায় ২ ভাগ। তবে বৈশ্বিক এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৪২ হাজার প্রজাতি হুমকির মুখে আছে, যা মোট প্রজাতির প্রায় ২৮ ভাগ। মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া বন্য প্রাণী রক্ষা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি সরকারিভাবেও কাজটি করা এখন বেশ দুরূহ। বাংলাদেশে প্রায় সরকার ঘোষিত ৫১টি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। এসব এলাকায় সরকারের সীমিত সম্পদ দিয়ে বন ও প্রাণী কিছুটা রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন আগের চেয়ে ভালো।

বাঘের সংখ্যা এ বনে বেড়েছে বলে গবেষকেরা বলছেন। পাশাপাশি হরিণের সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইচ্ছা করলেই একটি প্রজাতি সংরক্ষণে যে অবদান রাখা যায়, তার প্রকৃত উদাহরণ বাঘ ও সুন্দরবন। পাখির মধ্যে শকুনের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৯৯ ভাগ কমে গেছে। কিন্তু গত ১০ বছরে বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর আর আইইউসিএনের যৌথ উদ্যোগে এই পাখির সংখ্যা এখন হ্রাস পাওয়ার হার কমেছে এবং সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে। প্রজাতি ফিরিয়ে আনার অনন্য নজির তৈরি করেছেন।

আমাদের দেশটা বৈশ্বিকভাবেই বন্য প্রাণীর আবাসস্থল সহায়ক। বন্য প্রাণীর প্রজনন হারও এ অঞ্চলে বেশ ভালো। বেশ কয়েকটি প্রাণীর সংরক্ষণে এখনই মনোযোগ না দিলে খুব দ্রুতই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এগুলো হলো বনের হাতি, কয়েক জাতের হনুমান ও বানর, মেছো বিড়াল, নদীর ঘড়িয়াল, ডলফিন ও উদবিড়াল, বেশ কয়েক জাতের পাখি যেমন শকুন, সুন্দরবনের সুন্দরী হাঁস, দেশি গাংচষা, চামুচঠুঁটো বাটান ও পালাসের কুড়া ইগল। বন্য প্রাণী দিবস ২০১৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে। এ বছরও ঘটা করে দিবসটি পালন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য 'সকলের অংশগ্রহণ বন্য প্রাণী হবে সংরক্ষণ'। সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণেই প্রকৃতিতে ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে বন্য প্রাণী। কাজটি এগিয়ে নিতে পারলে মানুষই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে।

বিজ্ঞান ও গণিতে নারীর অবদান

মেরি কুরি- বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী প্রথম নারী মেরি কুরি। প্রথম নোবেল জয়ী ছাড়াও রেডিয়াম, পোলোনিয়াম আবিষ্কার এবং তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার জন্য মানুষ তাঁকে আজও স্মরণ করে। ১৮৬৭ সালে পোল্যান্ডে কুরি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯১ সালে প্যারিসে পিয়েরে কুরির সঙ্গে কাজ শুরু করেন একই গবেষণাগারে। এরপর বিয়ে করেন তাঁরা। দুজন একসঙ্গেই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। ১৯০৩ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন মেরি। তিনিই ফ্রান্সের প্রথম মহিলা হিসাবে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম মহিলা হিসাবে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন তিনি। ১৯১১ সালে রসায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পান দ্বিতীয়বারের মতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক্সরে মেশিনের ব্যবহার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন তিনি। কাজের কল্যাণে জীবদ্দশাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সে মৃত্যু হয় মেরি কুরির।

মারিয়া গিওপার্ট মায়ার

১৯৬৩ সালে এই দম্পতি পাড়ি জমান পদার্থবিদ মারিয়া গিওপার্ট দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান। প্রথম নারী হিসাবে তাঁর ৬০ বছর আগে নোবেল পেয়েছিলেন মেরি কুরি। ১৯০৬ সালের ২৮ জুন জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন মায়ার। তাঁর সময়ের খুব কম নারীই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেতেন। মারিয়া জার্মানির গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রতিভ হন কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঙ্গে। ১৯৩০ সালে, ২৪ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ এডওয়ার্ডকে বিয়ে করে তাঁর সঙ্গে বাল্টিমোরের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। কিন্তু হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় মারিয়াকে নিয়োগ দিতে চায়নি। ব্যথিত হন মারিয়া। তবে ডিপ্রেশনে থাকলেও পদার্থবিজ্ঞানে নিজের কাজ ও গবেষণা চালিয়ে যান ঠিকই। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। মারিয়া পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের জন্য ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ আলাদা করার কাজ করেন। এরপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়াসের গঠন নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। তিনি দেখান, একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রনগুলো ভিন্ন শক্তিমাত্রার কক্ষপথে অবস্থান করে। এটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন নিউক্লিয়ার শেল মডেল। এই কাজের জন্য অন্য দুজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে নোবেল পেয়েছিলেন মারিয়া গিওপার্ট মায়ার। মরিয়াম মির্জাখানি ছিলেন গণিতবিদ। বক্র স্থানের জ্যামিতিতে কঠিন ও বিমূর্ত সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছিলেন। মরিয়ামের জন্ম ইরানের তেহরানে। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করেছেন।

মরিয়াম মূলত জিওডেসিক জ্যামিতি নিয়ে কাজ করেছিলেন। জিওডেসিক মানে বক্রতলের ওপর দুটি বিন্দুর মাঝে সর্বনিম্ন দূরত্ব। সাধারণত, দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব সরলরেখা। কিন্তু আমরা যদি বক্রতলে দুটি বিন্দুর সর্বনিম্ন দূরত্ব যোগ করি, তাহলে কি সেটা সরলরেখা হবে? না, সেটা বক্ররেখা হবে, সবচেয়ে ছোট বক্ররেখা। সমতলের সরলরেখার মতো। এই ব্যাপারটিই হলো জিওডেসিক।

এই জিওডেসিক জ্যামিতি নিয়ে কাজ করে ২০১৪ সালে মরিয়াম প্রথম ও একমাত্র নারী হিসাবে ফিল্ডস পদক অর্জন করেন। গণিতের নোবেল হিসাবে পরিচিত এ পদক। পুরস্কার পাওয়ার এক বছর আগে মির্জাখানির স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে। মাত্র ৪০ বছর বয়সে ২০১৭ সালের ১৪ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০ শতকের প্রথম দিকের একজন বিখ্যাত গণিতবিদ এমি নোয়েদার। তাঁর গবেষণা আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও গণিতের দুটি মূল ক্ষেত্রে ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছিল। ১৯১০-এর দশক থেকে ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে জার্মানির গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। এই সময়েই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো মানুষের সামনে এসেছে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ নোয়েদার থিওরেম বা নোয়েদারের উপপাদ্য। এই উপপাদ্যটি প্রতিসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর উপপাদ্যটি আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

পরে নোয়েদার বিমূর্ত বীজগণিতের ভিত্তি তৈরি করতেও সাহায্য করেন। এ কাজের জন্য তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন গণিতবিদদের মধ্যে। পাশাপাশি আরও চমৎকার কিছু মৌলিক কাজও রয়েছে তাঁর। ১৯৩৩ সালের এপ্রিলে অ্যাডলফ হিটলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করেন। আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো নোয়েদারও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি নিজ বাড়িতে শিক্ষার্থীদের পড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু বেশিদিন বাসায় পড়াতে পারেননি। জার্মানি ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে মারা যান নোয়েদার। এর আগে পেনিসেলভানিয়ার ব্রিন মর কলেজ এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি।

২০১৯ সালে মার্কিন গণিতবিদ ক্যারেন উলেনবেখ প্রথম নারী হিসাবে আবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এটিও গণিতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের মধ্যে একটি। উলেনবেখ জ্যামিতিক আংশিক অন্তরীকরণ সমীকরণ, গজতত্ত্ব ও যোগজীকরণযোগ্য পদ্ধতিতে যুগান্তকারী অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। বহুমাত্রিক মহাবিশ্বে সাবানের ফেনার আকার দেখতে কেমন, তা ক্যারেন উলেনবেখই প্রথম দেখিয়েছেন। সমতলের কাছাকাছি থাকা দুটি বিন্দুকে যোগ করলে একটি সরলরেখায় পরিণত হবে। এ সরলরেখা একমাত্রিক। কিন্তু সমতলের পরিবর্তে বিন্দু দুটি পৃথিবীর ওপরে কোনো স্থানে হলে তা আর সরলরেখা থাকবে না। বরং বৃত্তের বৃত্তের ব্যাস পরিণত হবে। এই ব্যাস-ই দ্বিমাত্রিক। আর সাবানের ফেনা বা বুদবুদ হলো ত্রিমাত্রিক। এখানেই (ত্রিমাত্রিকে) দেখা মিলবে বিভিন্ন জটিলতার। মাত্রা যত বাড়বে, জটিলতাও তত বাড়বে। এই জটিলতারই সমাধান করেছেন ক্যারেন উলেনবেখ। ক্যারেনের দেখানো পথ ধরেই গড়ে উঠেছে কণা পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভিত। এভাবেই জ্যামিতি, বিশ্লেষণ আর গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন ক্যারেন।

অ্যাডা লাভলেস ১৯ শতকের গণিতবিদ। তাকেই বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার বলা হয়। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রন। কিন্তু মায়ের উৎসাহে গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। অ্যাডার ১৭ বছর বয়সে তিনি গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্যাবেজের পরিকল্পনা করা কম্পিউটারের জন্য প্রথম প্রোগ্রাম করেন লাভলেস। ১৮৩৭ সালে লাভলেস অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের ওপর লেখা একটি পেপার ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই পেপারের সঙ্গে তিনি নিজের অনেক নোট যুক্ত করে দেন। তাঁর লেখা নোটগুলো মূল পেপারের চেয়ে বড় ছিল। অ্যাডা লাভলেস বিজ্ঞান ও গণিতে অনেক নারীর প্রেরণা। প্রতিবছর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহকে লাভলেস দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশেও প্রোগ্রামিং কর্মশালা ও বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে দিনটি উদ্যাপন করা হয়।

মোবাইল আসক্তি দূর করে বইয়ের পাঠক তৈরি করা প্রয়োজন

রবীন্দ্র কুমার শীল

বই পাঠক তৈরি করে, সেটা উপলব্ধি করে, বিমল মিত্র 'আসামি হাজির' বইটি লিখলেন। সেই বইটিও পাঠক তৈরি করেছে। বিশাল লেখার সমাহারে বইটি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল বইটির গল্পের মধ্যে একটি ছন্দ রয়েছে। সেই লেখার ছন্দই পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। বিমল মিত্রের আর একটি বই রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'। মহাভারত আকারে বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উপন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ার একটা নেশা ছিলই আবার উল্লেখযোগ্য লেখকেরাও ছিলেনই তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা 'কত অজানারে' বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে। বাঙালিরা প্রত্যেকেই এই বইটি পড়েছেন। আবার তাঁর লেখা আর একটি বই 'চৌরঙ্গী' বইটিও খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি জীবনে 'স্যাটা বোস' চরিত্রকে নিয়ে আসেছিলেন লেখক শংকর। ফার্ন রোডে আর একজন গোয়েন্দা লেখক থাকতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায়। তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস গল্প লিখতেন। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র ছিল কিরীটী রায়। 'কালো ভ্রমর' বিখ্যাত গোয়েন্দা বই। দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে কিরীটা রায়ের ফেফতারের গল্প। দস্যু কালো ভ্রমকে ধরতে পারছে না গোয়েন্দা কিরীটী। দস্যুকে ধরতে বর্মা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে। চোখে ধুলো দিয়ে দস্যু কালো ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কিরীটী তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেছে। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো গল্প। আসলে বই লেখা হবে একেবারে সরস করে। সরস বই লেখক হতে পারলে তাকে আর বই ছাপানোর কথা চিন্তা করতে হবে না। পাঠকেরা প্রকাশদের বিরক্ত করে ছাড়বে। প্রকাশ নিজেদের বাঁচার তাগিদে লেখকের বইটি প্রকাশ করবে। প্রকাশ হয়ে বইটি অপেক্ষমান পাঠকদের হাতে পড়তে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারে প্রকাশকেরা। কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ নিজে ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তিনি নিজেই সেই গল্প তৈরি করতেন। তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে 'বাঁটুল দি গ্রেট' এবং 'হাঁদা ভোঁদা'। এই সব কার্টুন এক সময়ে পাঠক সৃষ্টি করেছিল। শিশুরা পাঠক হয়েছিলেন এখন শিশুরা মোবাইল দিয়ে কার্টুন দেখে। কিন্তু যখন মোবাইল ছিল না তখন ছিল 'শুকতারা' এবং 'শিশুসাথী' বা 'মৌচাক' এর মতো শিশুদের মাসিক পত্রিকাগুলি। শিশুদের বহু বইও ছিল পড়ার মতো। 'ঠাকুমার ঝুলি', 'রাক্ষস খোকস', 'ঠাকুরদার ঝুলি'। এই সব বইগুলি শিশুদের পড়তে উৎসাহ দিত বাড়ির অভিভাবকেরা। কিন্তু আজকে সেই অভিভাবকেরা নেইউ তারা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। 'নবকল্লোল' পত্রিকা ছিল। ছিল 'দেশ' পত্রিকাউ দেশ পত্রিকা তো লেখক এবং পাঠক সৃষ্টি করতো। তারা যেসব গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করতো তা বই আকারে বের করতে প্রকাশকেরা লেখকের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আজকে সেই জগৎটা একেবারে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। এখন লেখকদের প্রকাশক খুঁজে বের করতে হয়। প্রকাশকেরা লেখক খুঁজতে বের হয় না। তার কারণ বোধ হয় ভালো লেখক সৃষ্টি হচ্ছে না। জনিয় লেখকদের বয়স হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা আর লিখতে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করছে না। আবার নতুন শক্তিশালী লেখক বা কবি তৈরি হচ্ছে না। তবে যেভাবে এর মধ্যে বইমেলা ক্রমশ আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা পাচ্ছে। বাংলার হারিয়ে যাওয়া যে মানসিকতা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারছে বইমেলা। বইমেলাতে শুধু প্রকাশকেরা আসছে তা নয়। বইমেলাকে ঘিরে সঙ্গীত শিল্পী থেকে শুরু করে চিত্রশিল্পীরাও এসে উপস্থিত হচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিনকে বইমেলার কর্তৃপক্ষ স্টল করার অনুমতি দিয়েছে। তার ফলে গ্রাম বাংলা থেকে শুরু করে শহর বাংলায় যেসব ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে পাঠকেরা পরিচিতি লাভ করতে পারছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানে বইমেলা হওয়াতে সবাই খুশি। শহরের কোলাহল বইমেলার পরিবেশটাকে নষ্ট করতে শুরু করে ছিল। সই কারণে এমনক একটি স্থানে বইমেলাকে উপস্থাপিত করা হল যেখানে কোনও উটকো ঝামেলা থাকবে না। মন দিয়ে বই মিরা তাদের ইচ্ছা মতো বই দেখতে পারবে এবং কিনতে পারবে। আবার বিনোদন করতে পারবে। বইকে বিনোদন বলা যেতে পারে। মানসিক বিনোদন। গল্পের বা উপন্যাসের বই মানসিক বিনোদন দান করে থাকে। আর প্রবন্ধের বইগুলি মানুষের চিন্তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিহারে নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ ও ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): বিহারে নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ ও ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ২১, ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিরপাইন্টিতে একটি নতুন ২৪০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন-সহ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। বিহারে নতুন বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে বাহ্যিক সহায়তার জন্য বিহার সরকারের অনুরোধগুলি ত্বরান্বিত করা হবে। আমাদের সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইনে প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার প্রচেষ্টা করেছে। পুঁজির জন্য রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে আমরা বহুপাক্ষিক সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করব।

বর্তমান অর্থবছরে, ১৫ হাজার কোটি টাকা ভবিষ্যতের বছরগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের সরকার পোলাভারম সেচ প্রকল্পের দ্রুত সমাপ্তি এবং অর্থায়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সেই রাজ্যের কৃষকদের জন্য লাইফলাইন।'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আরও জনিয়েছেন, 'অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরে আমরা বিহারের গয়াতে একটি শিল্প অনুমোদনের উন্নয়নে সমর্থন করব। এটি পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে অনুঘটক হবে। আমরা সড়ক যোগাযোগ প্রকল্পগুলির উন্নয়নকেও সমর্থন করব- পাটনা-পূর্ণিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, বক্সার- ভাগলপুর হাইওয়ে, বোধগয়া-রাজগীর-বৈশালী-দারভাঙ্গা এবং বক্সারের গঙ্গা নদীর উপর ২৬ হাজার কোটি টাকায় একটি অতিরিক্ত দুই লেনের সেতু হবে।'

বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ; দেশের পূর্ব দিকের উন্নয়নে নজর দেবে কেন্দ্র : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): দেশের পূর্ব দিকের চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র। জানিয়ে দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা। এছাড়াও তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ৫টি স্কিম এবং উদ্যোগের প্যাকেজ ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত যে, ৫ বছরের মধ্যে ৪.১ কোটি যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যয় করা হবে। এই বছর আমরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দক্ষতার জন্য ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি।'তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট মঙ্গলবার পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। লোকসভা নির্বাচনের কারণে চলতি বছর গোড়ায় নিয়মমাফিক পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই মঙ্গলবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হচ্ছে। নির্মলা সীতারমন বলেছেন, এই বছর কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা।' নির্মলা আরও বলেছেন, 'দেশীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে।'

শ্রীলঙ্কা নৌসেনার হাতে পাকড়াও রামেশ্বরমের ৯ মৎস্যজীবী, মাছ ধরার নৌকাও আটক

রামেশ্বরম, ২৩ জুলাই (হি.স.): আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে শ্রীলঙ্কার রামেশ্বরমের বাসিন্দা ৯ জন তামিল মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। পাশাপাশি তাঁদের মাছ ধরার নৌকাও আটক করা হয়েছে। রামেশ্বরম মৎস্যজীবী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৫৩৫টি নৌকায় মান্নার উপসাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মৎস্যজীবীরা।ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কা জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে রামেশ্বরমের বাসিন্দা ৯ জন তামিল মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। পাশাপাশি তাঁদের মাছ ধরার দু'টি নৌকাও আটক করা হয়েছে। ধৃত মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রামেশ্বরম মৎস্যজীবী এসোসিয়েশন।

সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ এএপি-র, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব সঞ্জয়রা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): ইডি ও সিবিআই-সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার ইস্যুতে মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সাংসদরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার ইস্যুতে কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে সংসদ চত্বরে স্লোগান দিতে থাকেন এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক প্রমুখরা।বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রের সমালোচনা করে এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'গত ১০ বছরে কোটি কোটি ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে। কৃষকরা এখন দীর্ঘদিন ধরে এমএসপি দাবি করে আসছেন... এনডিএ জোট সঙ্গীরাও অগ্নিবীর প্রকল্প প্রত্যাহার করার দাবি করছেন।

আয়করের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা নির্মলার, ক্যাপিটাল গেনে করছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে বড়সড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নতুন আয়কর পরিকাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার করা হল। আয়কর ছাড়ের ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যা ঘোষণা করলেন, ০ থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে আয় করলে কোনও কর দিতে হবে না। ৩ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় হলে কর দিতে হবে ৫ শতাংশ। বাৎসরিক আয় ৭ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা হলে কর দিতে হবে ১০ শতাংশ।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ঘোষণা করেছেন, বাৎসরিক আয় ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে কর দিতে হবে ১৫ শতাংশ হারে। ১২ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর দিতে হবে ২০ শতাংশ। বছরে আয় যদি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হয় তা হলে ৩০ শতাংশ হারে দিতে হবে কর। নতুন কর পরিকাঠামোয় ১৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে পারবেন করদাতারা।ক্যাপিটাল গেনে করছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করার ঘোষণা অর্থমন্ত্রী নির্মলার। নিউ ট্যাক্স রেজিম বা নয়া কর কাঠামোয় 'স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন' ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করার ঘোষণা। পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে পেনশনভোগীরা অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন।

ইন্টার্নশিপের বিশেষ সুযোগ পড়ুয়াদের, বাজেট পেশ করে বললেন অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। বাজেট পেশের আগে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে অর্থমন্ত্রীদের সংসদে ঢোকার রেওয়াজ শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছে 'পেপারলেস' বাজেট। সেই অনুসারেই মঙ্গলবার লাল খাপে মোড়া ট্যাবলেট নিয়ে নর্থ ব্লকের সামনে আসেন নির্মলা। বেলা এগারোটা নাগাদ তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন অর্থমন্ত্রী জানান, আগামী ৫ বছরে ৫০০টি বড় সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন ১ কোটি পড়ুয়া। ১২ মাস বা এক বছর ধরে হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারবেন তাঁরা। প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা ও এককালীন ৬০০০ টাকা দেওয়া হবে। সংস্থাগুলি যাতে সিএসআর ফান্ড থেকে ট্রেনিং-এর খরচ বহন করে, সে কথাই বলা হয়েছে বাজেটে।

কেন্দ্রীয় বাজেট-কে কটাক্ষ কল্যাণের, বললেন এটা কুর্সি বাঁচাও বাজেট

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ কটাক্ষ করে বলেছেন, 'এটা কুর্সি বাঁচাও বাজেট।' অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারের উন্নয়নে দরাজ কেন্দ্র, এনডিএ সরকারের এই বাজেটকেই কটাক্ষ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের জন্য ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন নির্মলা।বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশকে।

চলতি অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ১৫ হাজার কোটি টাকা পাবে অন্ধ্র। মূলত অমরাবতীতে নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান নির্মলা। প্রসঙ্গত, বিহারের জেডিইউ এবং অন্ধ্রের টিডিপি মোদী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক দল। আর তাই নিয়েই কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেছেন, এটা তো কুর্সি বাঁচাও বাজেট।

আবাস যোজনায় বাড়ি বানাতে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন বাজেটে ঘোষণা করা হয়, আবাস যোজনার অধীনে ১ কোটি গরিব ও মধ্যবিত্তদের জন্য বাড়ি বানাতে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। ঋণেও দেওয়া হবে ভর্তুকি। এছাড়া জল সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মলা। তিনি আরও বলেন, "স্ট্যাম্প ডিউটি কমাতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। আর মহিলারা কোনও সম্পত্তি কিনলে সেই খরচ কমাতে হবে আরও।"

উল্লেখ্য, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। বাজেট পেশের আগে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে অর্থমন্ত্রীদের সংসদে ঢোকার রেওয়াজ শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছে 'পেপারলেস' বাজেট। সেই অনুসারেই মঙ্গলবার লাল খাপে মোড়া ট্যাবলেট নিয়ে নর্থ ব্লকের সামনে আসেন নির্মলা।

বৃষ্টি সত্ত্বেও তাপমাত্রায় হেরফের নেই, দক্ষিণবঙ্গে ঘাটতিও মিটছেই না

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি.স.): নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। মঙ্গলবার সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত চলবে আগামী দুই-তিন দিনও। তবে, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য হেরফের হচ্ছে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির ঘাটতিও মেটেনি দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিই হবে। বৃষ্টি হবে মহানগরী কলকাতাতেও। তবে, তাপমাত্রায় খুব একটা পরিবর্তন হবে না। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে এখনও বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৪৯ শতাংশ। ২৩ জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রেও আগামী কিছু দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতই হবে।

গুজরাটে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আইএমডি-র, দেশের নানা অংশেও বর্ষণ-সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত গুজরাটের নানা অংশে। সুরাট, পোরবন্দরের নানা অংশে ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত চলবে, ভারী বৃষ্টি হবে ২৫-২৬ জুলাইয়ের মধ্যে। এছাড়াও ২৪ জুলাই সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোঙ্কন এবং গোয়ায়। পূর্ব রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশেও আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড এবং উপকূলীয় কর্ণাটকেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

বাজেটকে ভারসাম্যপূর্ণ বললেন গিরিরাজ, খুশি সিন্ধিয়া ও রবি কিশান

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটকে ভারসাম্যপূর্ণ বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বাজেট পেশ হওয়ার পর সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'এই বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ, যার চারটি স্তম্ভ রয়েছে- মহিলা, যুবসমাজ, কৃষক এবং দরিদ্র। "বিহার মে বাহার হ্যায়, এনডিএ কি সরকার হ্যায়"। বিহারকে একটি সুপার প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে।'বাজেট নিয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও বিজেপি সাংসদ রবি কিশান। সিন্ধিয়া বলেছেন, 'কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রতিটি সেক্টর বাজেটে ফোকাস করা হয়েছে। গত এক বছরে বিএসই সেনসেক্স ২০ হাজার পয়েন্ট বেড়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা বিশ্বে রেকর্ড গড়েছে। রবি কিশান বলেছেন, এই বাজেট সমাজের সকল শ্রেণী এবং অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করেছে। বিহারকে আশীর্বাদ করা হয়েছে।'

সমস্ত শ্রেণী বিশেষ করে যুবসমাজ ও মহিলাদের জন্য স্বপ্নের বাজেট : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে স্বপ্নের বাজেট বললেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, সমস্ত শ্রেণী বিশেষ করে যুবসমাজ ও মহিলাদের জন্য স্বপ্নের বাজেট। কিরেন রিজিজু বলেছেন, ১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূলধন ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে... বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বের জন্য ঘোষণা পূর্ব ভারতের অর্থনীতিকে উৎসাহিত করবে।রিজিজু বলেছেন, মহিলাদের জন্য সহায়তা প্রকল্পগুলি প্রশংসিত। উত্তর-পূর্বে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার যত্ন নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বের আর্থিক মূলধারার কাজ করা হবে... ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাজেটে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিরোধীরা যদি বাজেটের সমালোচনা করে থাকে তার মানে এটা খুবই ভালো বাজেট। সব সেক্টরকে কভার করা হয়েছে এবং এটি একটি প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক বাজেট। আপনারা মধ্যবিত্তের জন্য কর ছাড় দেখতে পারেন... বিহারের বন্যা শুধু বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি দেশের একটি সমস্যা।'

বাজেটে পর্যটনেও বিশেষ গুরুত্ব পেল বিহার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন পর্যটন প্রসঙ্গে বিশেষ ঘোষণা করা হল বাজেটে। সেখানেও গুরুত্ব পেল বিহার। বিষ্ণুপাদ ও মহাবোধি মন্দির করিডরের জন্য বিশেষ সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তৈরি হবে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের মতো করিডর। এছাড়া বিহারের রাজগীরের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেটে উল্লেখ রাজগীর, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা।

উল্লেখ্য, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা।

বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রীর সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, নির্মলাকে দই-চিনি খাওয়ালেন মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): সোমবার থেকে সংসদে শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। মঙ্গলবার সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। টানা সাত বার বাজেট পেশ করে মোরারজি দেশাইকে টপকে রেকর্ড গড়লেন নির্মলা। সংসদে বাজেট পেশের আগে এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অর্থমন্ত্রী।

পিএম সূর্যঘর প্রকল্পকে আরও উৎসাহিত করা হবে : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): পিএম সূর্যঘর প্রকল্পকে আরও উৎসাহিত করা হবে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, 'এক কোটি পরিবার প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পেতে সক্ষম করার লক্ষ্যে ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পকে আরও উৎসাহিত

এমএসএমই ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ প্রকল্প কেন্দ্রের, মুদ্রা লোনের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন অর্থমন্ত্রী জানান, এমএসএমই-র দিকে এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে মোদী সরকার। আনা হচ্ছে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, যাতে যন্ত্র কেনার জন্য লোন নেওয়া যাবে। প্রত্যেক আবেদনকারীকে দেওয়া হবে গ্যারান্টি ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি ফি। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা মূল্যের সেলফ ফাইনান্সিং গ্যারান্টি ফান্ড তৈরি হচ্ছে। এগুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করবে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক এমএসএমই-র মূল্যায়ন করে ঋণ দেবে। আগের ঋণ শোধ করলে তাদের আরও বেশি ঋণ পাওয়ার অধিকার থাকবে।

এছাড়াও মুদ্রা লোন বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হল। যা এতদিন ১০ লক্ষ টাকা ছিল।

উল্লেখ্য, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। বাজেট পেশের আগে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে অর্থমন্ত্রীদের সংসদে ঢোকার রেওয়াজ শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছে 'পেপারলেস' বাজেট। সেই অনুসারেই মঙ্গলবার লাল খাপে মোড়া ট্যাবলেট নিয়ে নর্থ ব্লকের সামনে আসেন নির্মলা।

ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল, কৃষি গবেষণায় বিশেষ জোর : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতেও তা অব্যাহত থাকবে। ভারতের মুদ্রাস্ফীতি কম এবং স্থিতিশীল ৪ শতাংশের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।'কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভায় বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে টানা সপ্তমবারের জন্য বাজেট পেশ করলেন নির্মলা। নির্মলা বলেছেন, 'অন্তর্বর্তী বাজেটে উল্লিখিত হিসাবে, আমাদের ৪টি শ্রেণীর উপর মনোনিবেশ করতে হবে। দরিদ্র, মহিলা, যুবক এবং কৃষক। কৃষকদের জন্য আমরা কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মার্জিনের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী সমস্ত প্রধান ফসলের জন্য উচ্চ ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ঘোষণা করেছি। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা ৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে, যাতে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়।'

লাল রঙা মোড়কে ট্যাবলেট, বাজেট পেশে রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। বাজেট পেশের আগে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে অর্থমন্ত্রীদের সংসদে ঢোকার রেওয়াজ শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছে 'পেপারলেস' বাজেট। সেই অনুসারেই মঙ্গলবার লাল খাপে মোড়া ট্যাবলেট নিয়ে নর্থ ব্লকের সামনে আসেন নির্মলা। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী ও অর্থ মন্ত্রকের অন্য শীর্ষ পদাধিকারীরা।বাজেট পেশের আগে মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকে অর্থ মন্ত্রকের দফতরে পৌঁছন নির্মলা। নিয়ম মোতাবেক, বাজেট পেশের আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে বাজেটের খসড়া তুলে দিলেন অর্থমন্ত্রী। 'শুভ কাজে' যাওয়ার আগে নির্মলার হাতে দই-চিনি তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি। এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

প্রথম চাকরি পেলে বিশেষ ইনসেনটিভের ঘোষণা বাজেটে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বাজেটে ঘোষণা করা হয়, একাধিক প্রকল্প আনা হচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য। সেখানে দেওয়া হবে ইনসেনটিভ। ইপিএফও-র ওপর নজর দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হবে তাঁদের জন্য যাঁরা প্রথম চাকরি করছেন। নতুন চাকরিতে যোগ দিলে সব কর্মীকে এক মাসের বেতন দেওয়া হবে। তিনটি ইন্সটলমেন্টে দেওয়া হবে ওই বেতন। বহু চাকরিজীবী এতে উপকৃত হবেন। নির্মলা আরও ঘোষণা করেন, ছোট সংস্থাগুলির কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে ভর্তুকি দেওয়া হবে। প্রথম যাঁরা কাজে ঢুকছেন, তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে এক মাসের বেতন দেওয়া হবে। জানালেন অর্থমন্ত্রী। এও জানানো হয়, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে প্রথম চাকরি পেলে ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। ইপিএফও-র সঙ্গেই টাকা দেওয়া হবে কর্মী ও সংস্থাকে। অ্যাডিশনাল এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ অতিরিক্ত নিয়োগ হলে সরকার ৩০০০ টাকা করে প্রতি মাসে দেবে ইপিএফও-র সঙ্গে। ৫০ লক্ষ কর্মী এতে উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা।

ফের উত্তপ্ত কাশ্মীর, অনুপ্রবেশ রুখতে দিয়ে আহত এক সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ২৩ জুলাই (হি.স.): বিগত বেশ কিছু দিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। সোমবারের পর মঙ্গলবারও জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে সুরক্ষা বাহিনীর গুলির লড়াই অব্যাহত। সোমবার ভোরে রাজৌরির এক সেনাছাউনিতে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল এক দল জঙ্গি। আর মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ কাশ্মীর উপত্যকার ব্যাটল সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, ব্যাটল এলাকায় জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের খবর পেয়ে অভিযান চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। পাহাড়ি এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জঙ্গিরা প্রবেশ করার চেষ্টা করলেই জওয়ানরা গুলি চালান। পাল্টা জঙ্গিদের দিক থেকেও ধেয়ে আসে গুলিবর্ষণ। জঙ্গিদের ছোড়া গুলি লাগে এক সেনা জওয়ানের গায়ে। তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।মঙ্গলবার ভোর ৩টে থেকে জঙ্গি এবং ভারতীয় সেনার মধ্যে গুলির লড়াই চলছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মঙ্গলবারের অভিযানের কথা জানিয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে, ভারতীয় সেনার সাহসিকতার সামনে পড়ে জঙ্গিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ আটকানো গিয়েছে।

দাম কমছে মোবাইল, সোনা ও রুপোর, ক্যানসারের তিন ওষুধেও ছাড়ের ঘোষণা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): সরকার আমদানি শুল্ক কমিয়ে নেওয়ায় দাম কমছে সোনা, রুপো, মোবাইল ফোন, লিথিয়াম ব্যাটারি, চামড়াজাত দ্রব্য। দাম কমছে সৌর বিদ্যুতেরও। ক্যানসারের তিনটি জীবনদায়ী ওষুধের শুল্কেও ছাড় দিচ্ছে কেন্দ্র। সরকার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করতে চলায় দাম বাড়তে পারে পিভিসি এবং প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের।চার শতাংশ শুল্ক কমায় দাম কমতে পারে তামার তৈরি যে কোনও দ্রব্যের। আয়করের নতুন কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা হল। মোবাইল ফোন শিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'আমি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল পিসিবিএস এবং মোবাইল চার্জারগুলিতে বিসিডি কমিয়ে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, 'পাওয়ারিং ইনোভেশন, রিসার্চ

The Executive Engineer, TUDA (Tripura Urban Planning & Development Authority) invites e-tender against PNIET No.: 44/EE/TUDA/RFP/2023-24 Date: 19.07.2024 for Request for Proposal (RFP) for the Work "Request for Proposal for selection of Agency for providing human resources for Tripura Urban Planning & Development Authority (TUDA)"with following salient details.
1. Estimated Cost: 2, 79, 84,000.00 (Rupees Two Crore Seventy Nine Lakhs Eighty Four Thousand only)
2. Bid Fee: . 9,440.00 (Rupees Nine Thousand Four Hundred Forty Only) (Including GST)[(@8,000/- INR +18% GST)]
3. Earnest Money: 5, 59,680.00 (Rupees Five Lakh Fifty Nine Thousand Six Hundred Eighty only)
4. Time of Completion: 24(twenty Four) months.
5. Last date & time for online Bidding: 09/08/2024 up to 15:00 Hours 6. Bid Opening Date and Time: 09/08/2024 up to 15:30 Hours
7. Pre bid meeting: 31/07/2024 16:00 Hours
For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in Printe
Executive Engineer Tripura Urban Planning & Development Authority Agartala, West Tripura
ICA/C/967/24

DETAILS NOTICE INVITING e-TENDER 5-682(PART-VI)SCW/PLG/(TRAINING)2021
Dated: Agartala
Directorate for Welfare of SCs, Government of Tripura invites Online Tenders through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from the bonafied Skill Development Agencies for training of Un-employed in Construction sector like Mobile Phone Hardware Repair Technician, Computer Hardware Assistant, Beauty Therapist, Light motor Vehicle Driver fields. detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 02/08/2024, 05.00 PM
ICA// 976/24
Sd/- Director, SC Welfare Government of Tripura.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ইডলি, দোসায় তেলমশলা বিশেষ থাকে না

সকালের জলখাবারে রোজ দুধ-ওট খেতে কার ভাল লাগে? স্বাদ বদল করতে মাঝেমধ্যে দক্ষিণী খাবারও খাওয়া হয়। তেলমশলা বিশেষ নেই, পেটের জন্য ভাল। রাস্তার ধারে তৈরি রোল, চাউমিন কিংবা মোমোর চেয়ে এই ধরনের ফার্মেন্টেড খাবার যে ভাল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আপাত ভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও সকলের জন্য এই ধরনের মজানো বা বিউলির ডাল খেলে অনেকেরই গ্যাস, অম্বল হয়। মজানো খাবার অন্ত্রের জন্য ভাল। কিন্তু এই ধরনের খাবার রোজ খেলে হিতে বিপরীত হতেই পারে। ইদানীং আবার কাজের সুবিধার জন্য চাল-ডাল বাটার ঝক্কি ছাড়াই ইডলি-দোসার "রেডি টু কুক" মিশ্রণ ব্যবহার করেন। এই ধরনের খাবার দীর্ঘ দিন ভাল রাখার জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকেও সমস্যা বাড়তে পারে। ইডলি বা দোসা

ফার্মেন্টেড খাবার উপযুক্ত নয়। নিয়মিত ইডলি, দোসা খেলে গ্যাস, পেটফাঁপা, ডায়েরিয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, মাপ মতো চাল, ডালের পাশাপাশি দোসা বা ইডলির মিশ্রণ ফাঁপানোর জন্য অনেকেই এর মধ্যে ইস্ট বা বিশেষ এক ধরনের ছত্রাক ব্যবহার করেন। এই ধরনের ছত্রাক থেকেই পেটের সমস্যা শুরু হয়। আয়ুর্বেদও এই ধরনের খাবার রোজ খাওয়ার বিরোধী। দোসা বা ইডলির মিশ্রণের মূল উপাদান হল চাল এবং বিউলির ডাল। এই ডালটি খুব ভারী। তা ছাড়া যদি খেতেই হয়, তা হলে কী কী মাথায় রাখবেন?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পেট ভাল রাখতে চাইলে দোসা বা ইডলির মিশ্রণ বাড়িতে তৈরি করে নেওয়াই শ্রেয়। বাজারজাত "রেডি টু কুক" মিশ্রণগুলি দীর্ঘ দিন ভাল রাখার জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক দেওয়া হয়। এই ধরনের খাবারে নুন, চিনির ব্যবহারও বেশি। তাই সপ্তাহে দু-এক বারের বেশি এই ধরনের খাবার খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যাঁদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা রয়েছে, তাঁরা এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চললেই ভাল।

টাইট জিনস পরেন? হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

টাইট জিনস পরা আজকাল ফ্যাশন সিম্বল হয়ে উঠেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এই ধরনের জিনস পরে থাকেন। অফিস কিংবা অন্যত্র, টাইট জিনস বেছে নেনে তাঁরা। দেখতে ভাল লাগলেও এই ফ্যাশনই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে বিপদের দিকে। অবাক হচ্ছেন তো? তবে এটাই সত্যি। আঁটোসাঁটো জিনসেই বাড়ছে বিপদ। হচ্ছে একাধিক স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই সতর্ক হতে হবে। জানুন কী ক্ষতি করছেন শরীরের

পিঠে ব্যথা: এই ধরনের জিনস পরলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোমরে ব্যথা। টাইট জিনস পরার কারণে হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে. ফলে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। এটিকে সাধারণ ব্যথা বলে অনেকসময়ই এড়িয়ে যায় মানুষ। তারা বুঝেই উঠতে পারেন না যে, জিনসের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। জরায়ু সংক্রমণ: টাইট জিনস পরার ফলে অনেক মহিলার অল্প বয়সেই জরায়ু সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রমণ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যদি সময়মতো জরায়ু সংক্রমণের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মহিলাদের পরবর্তীতে মা হতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য ঢিলেঢালা জিনস পরাই ভাল।

পেশীর দুর্বলতা: টাইট জিনস পরার কারণে তলপেটের এবং কোমরের পেশী ধীরে-ধীরে দুর্বলহয়ে পড়ে। টাইট জিন্স, শরীরের সঙ্গে এমনভাবেই চেপে বসে থাকে যে, হাড় এবং জয়েন্টগুলির নাড়াচড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে পিঠ ও কোমর ছাড়াও পায়ে ব্যথা হয়। এবং ক্রমে পেশী দুর্বল হতে থাকে। ত্বকে চুলকানি এবং জ্বালা: দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা ফিটিং জিনস পরলে কখনও কখনও ত্বকে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে। কারণ টাইট জিনস পরলে অনেকসময়ই গোপনাঙ্গে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘাম হয়, কিন্তু সেই ঘাম শুকোয় না। এ কারণে ত্বকে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, টাইট জিন্স পরা মহিলাদের মধ্যে ভালভাডিনিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়।

গরমে পেটফাঁপার সমস্যায় ভুগছেন?

সকালে সামান্য মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে কাজে বেরিয়েছেন। বিকেল পর্যন্ত আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। রোদে বাইরে বেরিয়ে খাবার কিনতে হবে বলে যে খেতে ইচ্ছে করছে না, তা নয়। আসলে, গরমের কারণে কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তেল-মশলা ছাড়া হালকা খাবার খেলেও পেট ভার লাগে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আবহাওয়ার কারণেই অনেকের হজমের সমস্যা হয়।

চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকের মধ্যেই এই সময়ে ঠান্ডা, নরম পানীয় খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাতে সাময়িক আরাম মেলে। কিন্তু এই ধরনের পানীয়ের মধ্যে সোডা বা সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট থাকে। তাতে কিন্তু পেটফাঁপার সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। নেটপ্রভাবী এবং পুষ্টিবিদ সোনিয়া নারং বলছেন, সাধারণ সোডা ওয়াটারের বদলে খেতে পারেন বেদানা, পুদিনা পাতা এবং স্টার অ্যানিস দিয়ে তৈরি বিশেষ এক পানীয়। বেদানার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, স্টার অ্যানিসের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা হজমের সমস্যা নিরাময় করে। পেটফাঁপার সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে পুদিনা পাতা।

সাধারণ সোডা ওয়াটারের বদলে খেতে পারেন বেদানা, পুদিনা পাতা এবং স্টার অ্যানিস দিয়ে তৈরি বিশেষ এক পানীয়।

কী ভাবে তৈরি করবেন বিশেষ এই পানীয়?

এক লিটার জলের মধ্যে এক কাপ বেদানা, দুটো স্টার অ্যানিস এবং একমুঠো পুদিনা পাতা দিয়ে দিন। পরের দিন সকালে খেতে হলে আগের দিন রাতে তৈরি করে রাখুন। রাতে সময় না হলে সকালেও করতে পারেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার যাবে না। সমস্ত উপকরণ বেশ কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়।

কী ভাবে ঘর পরিষ্কার করলে অসুস্থতার ঝুঁকি কমবে?

ধুলোবালির কবল থেকে বাড়িঘর রক্ষা করা যে কতটা কঠিন, যাঁরা নিয়মিত এই দায়িত্ব পালন করেন, একমাত্র তাঁরা জানেন। রাস্তার পাশে বাড়ি হলে তো কথাই নেই। সারা ক্ষণই ঘরের মধ্যে ধুলোঝড় চলে। ঘরের কোণে কোণে সেই ধুলো জমে যায়। আসবাবপত্রের গায়েও লেগে থাকে ধুলোকণা। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতেই পায়ের তলায় ধুলোর পুরু আস্তরণ জমে যায়।

অনেকেরই "ডাস্ট অ্যালার্জি" আছে। ধুলোবালি নাকে গেলে শ্বাস নিতে কষ্ট। তাই বাড়িঘর ধুলোবালি মুক্ত রাখা জরুরি। নিয়ম করে পরিষ্কার করেও সব সময় তা সম্ভব হয় না। তাই ধুলো আটকানোর অন্য উপায় খুঁজতে হবে। ১) ঘরে যে ধুলো জমে, তার সিংহভাগটাই বাইরে থেকে আসে। তাই ঘরে যাতে ধুলো ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য ঘরের দরজা এবং জানলা বন্ধ করে রাখতে পারলে ভাল। বাড়ির পাশেই রাস্তা হলে সমস্যা বেশি। সে ক্ষেত্রে রাস্তার দিকের দরজা-জানলা আটকে রাখাই শ্রেয়। ২) জামাকাপড় এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাগজ থেকে তন্তু খসে উড়ে বেড়ায়। এগুলিই ধুলো হিসাবে বিভিন্ন জিনিসের উপর জমা হয়। তাই জামাকাপড় বা কাগজ এ দিক-ও দিক ফেলে রাখবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখুন। তাতে ধুলোর পরিমাণ খানিকটা হলেও কমবে।

৩) ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানার চাদর ঘরের মধ্যে ঝাড়বেন না। ব্যালকনিতে গিয়ে এই কাজগুলি করলে ভাল। তা হলে ঘরের মধ্যে আর ধুলো পড়বে না। তা ছাড়া বাইরে থেকে কিছু কিনে এনে সেগুলি বাইরে গিয়ে পরিষ্কার করাই শ্রেয়।

৪) বাড়িতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু তাতে হেপা ফিল্টার আছে কি না, দেখে নিন। কারণ, এই ফিল্টার ধুলোকে শোষণ করে নেয়। বাতাসে উড়তে দেয় না।

ব্রণ বলে দেবে শরীরে কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে কি না

ত্বকের সঠিক যত্নের অভাব, অত্যধিক তেল-মশলাজাত খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়ার মতো বিভিন্ন কারণে ত্বক ব্রণয় ভরে যায়। তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে ব্রণের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন বয়সের মানুষ ব্রণর সমস্যায় নাজেহাল। ব্রণ নিয়ে মেয়েদের ঝক্কি খানিক বেশি হলেও, ছেলেরাও কম ভোগেন না। আর ব্রণ যখন-তখন জেগে ওঠে।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মুখের যে অংশ ব্রণহীন ছিল, ঘুম থেকে উঠে দেখলে সেখানেই ব্রণ উঠেছে। অথচ ব্রণের ভয়ে কিছু দিন যাবৎ বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা হলে হঠাৎ এই ভোগান্তি কেন? মুখের বিভিন্ন অংশে ব্রণ হওয়ার আলাদা আলাদা কারণ রয়েছে। বিষয়টি কী? নাকে ব্রণ-তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তেলতেলে থাকে নাক। তাই নাকে ব্রণ হওয়ার কারণ সেটাই ধরে নেওয়া হয়। সেটাই একমাত্র কারণ নয়। লিভারে কোনও সমস্যা থাকলে এমন হতে পারে। আবার উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও নাকে ব্রণ হয়। গলা- অনেকের গলাতেও ব্রণ হয়। গলায় ব্রণ হওয়ার কারণ হল হরমোনজনিত সমস্যা। হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে গলায় ব্রণ ভরে যায়। উদ্বেগ থেকেও এমন হতে পারে। কোনও কারণে অত্যধিক চিন্তা করলে গলায় ব্রণ হয়। থুতনি- থুতনিতেও অনেকের ব্রণ হয়। হরমোন ক্ষরণ এবং নিঃসরণে ভারসাম্য না থাকা, অনিয়মিত ঋতুস্রাব থুতনিতে ব্রণ হওয়ার নেপথ্য কারণ হতে পারে। এ ছাড়া, হজমের গোলমাল থাকলেও থুতনিতে ব্রণ হয়। হরমোনাল থেরাপি করালে এবং ত্বকের সঠিক যত্ন নিলে এ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চোয়াল- হজমের গোলমাল থাকলে, হরমোনজনিত কোনও সমস্যা হলে কিংবা অনিয়মিত ঋতুস্রাবের কারণেও চোয়ালে ব্রণ হয়। অনেক সময়ে আঁটসাঁট পোশাক পরলেও চোয়ালে ব্রণ হয়। আবার জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ খেলেও চোয়ালে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে হাড়ের ক্ষয় রুখতে সতর্ক হোন আগে থেকেই

বয়স বাড়লে কৃত্রিম রঙের সাহায্য পাকা চুল ঢেকে ফেলা মোটেও কঠিন কাজ নয়। তবে বয়স বাড়লে হাড়ের ঘুণ ধরা প্রতিরোধ করতে গেলে রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি আর ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চুলে রং লাগানোর মতো চটজলদি সমাধান এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। হাড়ের প্রধান উপাদান ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস। এ ছাড়াও থাকে নানা ধরনের খনিজ। ঋতুবন্ধের পর মহিলাদের পোস্ট মেনোপজাল অস্টিয়োপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে এ কথাও ঠিক যে, বেশি বয়সে হাড়ের ক্যালশিয়াম কমে গিয়ে হাড়ে ঘুণ ধরার মতো সমস্যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। ৪০-এর পরে তাই হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে চাই বাড়তি সতর্কতা। জেনে নিন, বৃদ্ধ বয়সে বাতের রোগের ঝুঁকি কমাতে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১) হাড়ের ক্ষয় আটকাতে ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবারের উপর জোর দেওয়া উচিত। দুধ, দই, ছানা খাওয়া সবচেয়ে ভাল, যাঁদের দুধে অ্যালার্জি আছে তাঁরা বিকল্প হিসাবে সয়াবিনের দুধ, টোফু খেতে পারেন। এ ছাড়া ক্যালশিয়াম পাবেন যে কোনও সবুজ শাক-সব্জিতেও। রোজ নিয়ম করে মাছ, চিকেন, ডিমও খাওয়া দরকার। ২) নিজেকে সব সময়ে সচল রাখতে হবে। এক জায়গায় দীর্ঘ ক্ষণ বসে কাজ করা যাবে না। অফিসে বসে কাজ হলে ঘণ্টাখানেক পর পর সচেতন ভাবে চেয়ার থেকে উঠে ঘোরাফেরা করুন। বয়স বাড়লে অনেকেই শরীরচর্চা বন্ধ করে দেন। ভারী শরীরচর্চা না করলেও হালকা ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। সকালে বা বিকেলে হাঁটাহাঁটি করুন। হাঁটুর ব্যায়াম করুন। ৩) ৪০ পেরোনোর পর অনেকেরই ওজন বেড়ে যায়। ওজন বাড়লে পুরো শরীরের ভার হাঁটুর উপরে পড়তে শুরু করে। তাই হাঁটু ব্যথার সমস্যা বেড়ে যায়। এই সমস্যা এড়িয়ে চলতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি।

৪) অতিরিক্ত ধূমপান করলে পুরুষদের টেস্টোস্টেরোন হরমোনের কার্যক্ষমতা কমে গিয়ে হাড় হালকা হতে শুরু করে। নিয়ম করে মদ্যপান করলেও হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই ধূমপান আর মদ্যপান আগে বন্ধ খরতে হবে। বংশের ধারা থাকলে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। ৫) শরীরে পর্যাপ্ত জলের জোগান না থাকলে হাড়ের সন্ধিগুলিতে থাকা তরলের মাত্রা কমে যায়। ফলে হাড় ভঙ্গুর হতে শুরু করে। তাই শরীরে জলের ঘাটতি হতে দিলে চলবে না।

আগুন ছাড়াও বানানো যায় ৫ খাবার

ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা আর আর্দতার জোড়াফলায় যখন সকলের গলদঘর্ম দশা, তখন যাঁকে রান্না করতে হয় তাঁর অবস্থা কী হয়! এমন সময়ে সেই মানুষটিকে খানিক স্বস্তি দিতে বদল আনা যেতে পারে মেনুতে। না, পুষ্টিতে ঘাটতির আশঙ্কা থাকবে না। তবে আগুন ছাড়াই তৈরি করা যাবে কিছু পদ। এতে প্রতিদিনের খাবারে কিছুটা যেমন স্বাদ বদল হবে, তেমনই গরমে রান্না করতে গিয়ে আগুনের তাপ থেকে একটু স্বস্তি মিলবে।

স্যান্ডউইচ-সকালটা স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে শুরু করাই ভাল। বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে রকমারি স্যান্ডউইচ। যেখানে রান্না করার দরকার পড়বে না। বিভিন্ন সব্জি পেঁয়াজ, গাজর, শসা, ক্যাপসিকাম কুচিয়ে মেয়োনিজ, গোল মরিচ, স্বাদমতো নুন ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে পুর। মেয়োনিজ না ব্যবহার করতে চাইলে জল ঝরানো টক দই-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। দুটো পাঁউরুটির মধ্যে পছন্দের পুর ভরে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে স্যান্ডউইচ। রায়তা-টক দই ফেটিয়েতাতে পেঁয়াজ, শসা, টমেটো মিশিয়ে রায়তা বানিয়ে নেওয়া যায়। স্বাদ বাড়াতে গোল মরিচের গুঁড়ো ও ভাজা জিরে গুঁড়ো যোগ করা যেতে পারে। স্বাদ বদলে বাজার থেকে শুকনো বোঁদে কিনে আনতে পারেন। সব্জির বদলে শুকনো বোঁদে ও গোল মরিচেরগুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, চাট মশলা মিশিয়ে করে ফেলা যায় বোঁদের রায়তা।

পনির চাট স্যালাড-স্যালাড স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। অনেকেই দুপুরের খাবার বা রাতের খাবারে শুধু স্যালাড খান। রান্না করতে হবে না এমন উপাদান দিয়ে বানিয়ে ফেলা যায় কিছু স্যালাড। লেটুস পাতা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো, শসা, পনিরের টুকরো দিয়ে স্যালাড বানানো যেতে পারে। পনিরের বদলে টোফু যোগ করা যেতে পারে। আবার চাইলে অঙ্কুরিত ছোলা, মটরও মেশানো যায়। স্যালাডে স্বাদ আনতে অলিভ অয়েলে থেঁতো করা রসুন ও লেবুর রস দিয়ে উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। উপর থেকে সামান্য নুন, গোলমরিচ ও চাট মশলা ছড়িয়ে দিলে খেতে হবে আরও ভাল। পুষ্টিগুণ বাড়াতে সাদা তিল, ফ্ল্যাক্স সিডও যোগ করা যায়।

দই চিঁড়ে- গরমের দিনে দই আর চিঁড়ে শরীর ঠান্ডা রাখে। তবে স্বাদ বদলে তা একটু অন্য ভাবে তৈরি করা যেতে পারে। চিঁড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। টক দই স্বাদমতো নুন দিয়ে ফেটিয়ে চিঁড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এতে যোগ করা যেতে পারে পেঁয়াজ, লঙ্কা কুঁচি, বেদানাও।

শ্রীখণ্ড- মিষ্টি জাতীয় কিছু চাইলে বানিয়ে নেওয়া যায় শ্রীখণ্ড। জল ঝরানো দই নিয়ে নিতে হবে। দই বেশি টক না হলেই ভাল। দইটাকে অনেক ক্ষণ ধরে ফেটিয়ে নিতে হবে। বেশি শুকনো মনে হলে দুধ দিয়ে সামান্য পাতলা করে নেওয়া যেতে পারে। মিশিয়ে নিতে হবে স্বাদমতো চিনির গুঁড়ো। ভাল করে মিশিয়ে উপর থেকে পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিলেই হবে।

সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে নিরাপত্তার অভাব

হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে পাশের মানুষটিকে। বিপদে পড়লে ভালবাসার মানুষটি আগলে রাখবে, এই ভাবনাই নিরাপত্তার জন্ম দেয়। যে কোনও সম্পর্কে এই নিরাপত্তার বোধটা খুব জরুরি। সমস্যায় পড়লে ভালবাসার মানুষটি যদি পাশ থেকে সরে যান, তবে সেই সম্পর্ক আদৌ মজবুত থাকে কি?

কোন পথে সুন্দর হবে সম্পর্ক ?

খোলা মনে কথা বলুন

মন খুলে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন। ভালাবাসার সম্পর্কে দু'জন মানুষ নির্দ্বিধায় মনের কথা ভাগ করে নেবেন সেটাই কাম্য। অনেক সময়ে সম্পর্কে এক জন, অন্য জনের কাছে কিছু কথা আড়াল করার চেষ্টা করেন। এই আড়াল করার চেষ্টাই কিন্তু অন্যের মনে সন্দেহ তৈরি করতে পারে। যা থেকে ভবিষ্যতে বিশ্বাসহীনতা, নিরপত্তার অভাব তৈরি হতে পারে সঙ্গীর মনে। একই ভাবে সঙ্গীর প্রতি কথায় প্রশ্ন তুললে, বিচার করার চেষ্টা করলে তিনি কিন্তু খোলা মনে কথা বলতে পারবেন না।

মানসিক সমর্থন

সঙ্গীর কথা শুনুন। তাঁকে বলতে দিন। বিশেষত তিনি যদি কোনও সমস্যায় বা দ্বন্দ্বে থাকেন। তাঁর মন বোঝার চেষ্টা করুন। তিনি কী চাইছেন বুঝে তাঁর পাশে দাঁড়ান। হতে পারে সঙ্গীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনি সহতম নন, তবু ক্ষেত্র বিশেষে তাঁকে মানসিক সমর্থন জোগাতে হবে। যেমন ধরুন, আপনার সঙ্গী একটি ব্যবসা শুরু করেছে। অনেক টাকা বিনিয়োগের পরও সে ভাবে চলছে না। সেই মুহূর্তে তিনি কিন্তু নিজেই দুশ্চিন্তায় আছেন। আবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন ব্যবসাটা সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এই পরিস্থিতিতে নিঃশর্ত ভাবে আপনার সঙ্গীর পাশে থাকুন। তিনি কেন ব্যবসা করতে গেলেন, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল, আপনি আগেই এ ব্যাপারে রাজি ছিলেন না, তাও তিনি শোনেননি এই ধরনের কথা কিন্তু তখন কিছুতেই বলবেন না। তাতে আপনার সঙ্গী আপনার কাছ থেকে যে সমর্থন আশা করছেন, তা তো পাবেননই না, উল্টে সম্পর্কে খারাপ প্রভাব পড়বে।

বিশ্বাস

একটা সম্পর্কের ভিত হল বিশ্বাস। তা এক বার নড়ে গেলেই নিরাপত্তার অভাব তৈরি হবে। সম্পর্কে সত্যি কথা বলাটা অন্যতম শর্ত। একসঙ্গেই কথা রাখাটাও সু-সম্পর্কের ভিত তৈরির জন্য জরুরি। যে কথা রাখতে পারবেন না, সেই কথা না বলাই ভাল।

নিজস্ব পরিসর

সম্পর্কে প্রত্যেকেরই অন্যকে সম্মান করা উচিত। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি স্বাধীনতার জায়গা আছে। সেই পরিসরে কিন্তু ঢোকা চলবে না। প্রতিটা মুহূর্তে যদি এক জন অন্যের কাজ, পদক্ষেপে নজরদারি চালানোর চেষ্টা করে, তখন সেই সম্পর্ক গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসতে পারে। যেমন ধরুন, অফিস থেকে বেরিয়ে সঙ্গীকে ফোনে জানালেন। কিন্তু তার পরের মুহূর্ত থেকে যদি ফোন আসতে থাকে, এখন কোথায়, এত সময় লাগছে কেন, এত ক্ষণে তো বাড়ি এসে যাওয়ার কথা তা হলে তিনি বিরক্ত হবেনই। সেই সময়টায় তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করতে পারেন, খাবার খেতে পারেন। তাঁরও তো নিজস্ব জগত আছে।

সমর্থন

ভালবাসার মানুষ সুখের পাশাপাশি দুঃখের দিনেও থাকবে, কোনও অবস্থাতেই ছেড়ে যাবে না, এই ভাবনাই সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে। এই বোধই নিরাপত্তার জন্ম দেয়। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখা উচিত দু'জনেরই।

নির্ভরতা একে অন্যের প্রতি নির্ভরতা সম্পর্ককে আরও সুন্দর করে তোলে। যে মানুষের উপর নির্ভর করা যায় না, তিনি কি ভালবাসার জন হতে পারেন?

শোয়ার আগের ৩ কাজ ঘুম কেড়ে নিচ্ছে না তো?

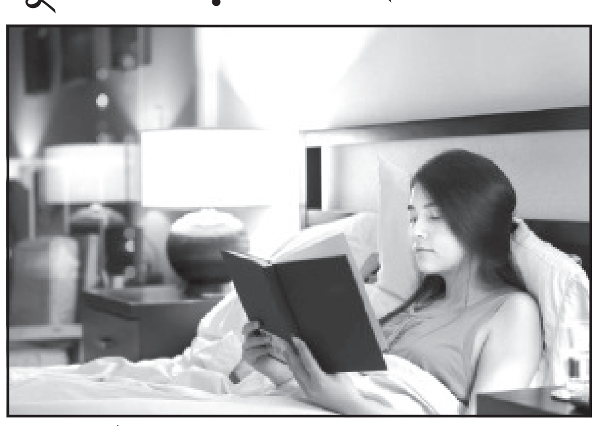

সকালে উঠে অফিস যেতে হয়। তার পর সারা দিন সেখানে অক্লান্ত পরিশ্রম। রাতে বাড়ি ফিরে বিছানায় গড়াতেই ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা হয় না। বিছানায় এ পাশ-ও পাশ করেও অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতে হয়। ঘুম না আসার সমস্যা অনেকেরই আছে। তবে এর কারণ যে সব সময় শারীরিক, তা না-ও হতে পারে।

ঘুমের আগে কিছু কাজ অনিদ্রার কারণ হতে পারে। তাই শান্তিতে ঘুমোতে চাইলে ঘুমোনোর আগে কিছু কাজ না করাই শ্রেয়।

মোবাইলে খুটখাট

রাতে বিছানায় শুয়ে মোবাইল ঘাঁটার অভ্যাস অনেকেরই আছে। তাতে অনেক বিনোদন পাওয়া গেলেও এই অভ্যাস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ঘুমোনোর আগে যন্ত্রের সঙ্গে থাকলে অনিদ্রার সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। তাই ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে মোবাইল দূরে রেখে দেওয়াই শ্রেয়।

ভারী খাবার খাওয়া

রাতে ঘুম না আসার আরও একটি কারণ হল ভারী খাবার খাওয়া। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হোক কিংবা শান্তিতে ঘুমোতে রাতে সব সময় হালকা খাবার খাওয়াই শ্রেয়। তাতে বিপাকক্রিয়া ভাল হয়। ভারী খাবার খেলে হজমের গোলমাল দেখা যায়। হজমজনিত সমস্যার কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

শরীরচর্চা

ব্যায়াম করার আদর্শ সময় হল সকালবেলা। কিন্তু অফিস বেরোনোর তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার কারণে সকালের দিকে শরীরচর্চার সময় পান না অনেকেই। তাই অফিস থেকে ফিরে রাতের দিকে শরীরচর্চা করেন। তাতে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই ঘুমোতে যাওয়ার আগে কায়িক পরিশ্রম হয়, এমন কাজ না করাই শ্রেয়।

তেজপুরে কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কমিশনার কার্যালয়ে সিবিআই হানা, ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে গ্রেফতার এক

তেজপুর (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কমিশনার কার্যালয়ে হানা দিয়ে সিজিএসটি-র ইনস্পেক্টর রাকেশকুমার জাঙ্গিদের হয়ে অভিযোগকারীর হাত থেকে ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর আধিকারিকরা মধ্যস্বত্বভোগী জনৈক অনিকেত পারিখকে গ্রেফতার করেছেন।

রবিবার প্রাপ্ত এক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সিজিএসটি-র ইনস্পেক্টর রাকেশ জাঙ্গিদ এবং বালিপাড়ার বাসিন্দা মধ্যস্থতাকারী অনিকেত পারিখের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছিল সিবিআই। হার্ডওয়্যারের দোকানের ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অভিযোগকারীর কাছে নাকি ৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা তাঁকে দাবিকৃত ঘুষের প্রথম কিস্তি হিসাবে নগদ ২ লক্ষ টাকা ১২ জুলাইয়ের মধ্যে দিতে চাপ দিয়েছিল। কেবল তা-ই নয় অভিযুক্ত সিজিএসটি-র ইনস্পেক্টর রাকেশকুমার জাঙ্গিদ অভিযোগকারীকে দ্বিতীয় কিস্তির ৩ লক্ষ টাকা অনিকেত পারিখ (মধ্যস্বত্বভোগী)-এর হাতে তুলে দিতে বলেছিলেন। অভিযোগ পেয়ে সিবিআই একটি ছক কষে। কষা ছক অনুযায়ী গতকাল অভিযোগকারীর হাত থেকে ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় সিবিআই আধিকারিকরা মধ্যস্বত্বভোগী অনিকেত পারিখকে গ্রেফতার করেন। জানা গেছে, অসমের বালিপাড়া, তেজপুর এবং রাজস্থানের জয়পুর ও চুরুতে অভিযুক্তদের বাড়ি, ডেরা প্রভৃতি স্থানে তালাশি চালিয়ে ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণের নগদ টাকা ও অবৈধ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বলিপাড়ায় অভিযুক্ত মধ্যস্বত্বভোগীর বাড়ি থেকে নগদ ৯ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য অপরাধমূলক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। তবে মূল অভিযুক্ত রাকেশকুমার পলাতক।

প্রসঙ্গত, শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কমিশনার কার্যালয়েও অভিযান চালিয়েছে গুয়াহাটি থেকে আগত সিবিআই-এর ছয়জনের এক বিশেষ দল। দলটি সোমবার রাতে এসে ওই অভিযান চালিয়েছে। আজও সকাল থেকে ফের শুরু হয়েছে অভিযান। মূলত তেজপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের সিজিএসটি-র ইনস্পেক্টর রাকেশকুমার জাঙ্গিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে চলছে এই অভিযান।

জানা গেছে, গতকাল রাতে বেশ কয়েক ঘণ্টার অভিযানে রাকেশকুমার জাঙ্গিদের ব্যবহৃত ল্যাপটপ এবং বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। সিবিআই-এর দলটি কার্যালয়ের কয়েকজন আধিকারিক এবং কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে শুল্ক কমিশনার আলোক কুমারকেও। সিবিআই-এর দলটি কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের ডিব্রুগড় শাখার কমিশনার রাজীব রঞ্জনের অনুমতি নিয়ে গতরাত থেকে অভিযান চালিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজস্থান থেকে ২০২২ সালের জুন মাসে তেজপুরে বিভাগীয় কার্যালয়ে যোগদান করেছিলেন রাকেশকুমার জাঞ্জিত। রাজস্থানের জয়পুরে কার্যকালে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন বলে রাকেশকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তিনি নাকি জয়পুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি টাকার জমি-বাড়ির সম্পত্তি গড়েছেন।

বাজেটে দাম কমলো বহু জিনিসের, দর বাড়লো প্লাস্টিক-সহ একাধিক পণ্যের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন সংসদে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। কেন্দ্রীয় বাজেটে আমজনতার নজর সবচেয়ে বেশি থাকে যে বিষয়টিতে, নিত্যনৈমিত্তিক পণ্যের দাম। কীসের দাম বাড়ল, আর কীসের দাম কমলো, সেটাই সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন একাধিক পণ্যের উপর আমদানি শুল্কে ছাড় ঘোষণা করেছেন। কোনও কোনও পণ্যে পুরোপুরি করছাড় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি পণ্যে আমদানি শুল্ক বা করের হার বাড়ানোও হয়েছে।

জানা গেছে, বাজেটে ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ওষুধের দাম কমতে চলেছে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের উপর থেকে কর তুলে নিয়েছে সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা জানিয়েছেন, তিনটি ওষুধকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়াও মোবাইল ফোন, মোবাইলের চার্জার এবং অন্যান্য মোবাইল সরঞ্জামের দামও কমতে চলেছে। সোনা এবং রুপোর দামও কমতে চলেছে। মঙ্গলবার নির্মলা জানিয়েছেন, সোনা এবং রুপোর আমদানি শুল্ক ছয় শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হবে। প্ল্যাটিনামের উপর থেকে ৬.৪ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা হচ্ছে। নিকেল এবং তামার উপর থেকে সাধারণ কর তুলে নিয়েছে সরকার। এছাড়াও, ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর উপর থেকে কর পুরোপুরি তুলে নেওয়া হচ্ছে। সোলার প্যানেল তৈরির জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর থেকেও কর তুলে নেবে সরকার। সামুদ্রিক মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের উপর থেকে কর পাঁচ শতাংশ কমানো হচ্ছে। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে টিডিএস (উৎস্যমূলে কর) রেট ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.১ শতাংশ করা হয়েছে। সস্তা হবে ক্যামেরার লেন্স, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক গাড়ি। পাশাপাশি বাজেটে কিছু জিনিসের দাম বেড়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে করের পরিমাণ। টেলি যোগাযোগের সরঞ্জামের উপর এত দিন ১০ শতাংশ কর নেওয়া হত। এ বার থেকে ১৫ শতাংশ কর নেওয়া হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে চলেছে। প্লাস্টিকজাত জিনিসের শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের উপর সাড়ে সাত থেকে ১০ শতাংশ কর বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র।

বাজেট নিয়ে খুশি নন অখিলেশ, শশী বললেন মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে খুশি নন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বললেন, বাজেটে মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই। সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলিও নেই। বাজেটের প্রতিক্রিয়া অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'সরকার বাঁচানোর জন্য বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বিগত ১০ বছরে তাঁরা বেকারত্ব বাড়িয়েছে।' অখিলেশ আরও বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকদের সমস্যার সমাধান না হয় এবং যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হয়, ততদিন জনগণের কোনও লাভ হবে না।'কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'এটি একটি অপ্রতুল বাজেট। সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হওয়া মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি কিছুই শুনিনি। এখানে মনরেগার কোনও উল্লেখ নেই এবং সাধারণ মানুষের আয়ের উন্নতির জন্য নেওয়া পদক্ষেপের অপর্যাপ্ত উল্লেখ। আয় বৈষম্য মোকাবেলায় আমরা সরকারের কাছ থেকে খুব কমই শুনেছি।'

বিজেপি সরকারকে তোপ খাড়গের, বললেন এই বাজেট হতাশাজনক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় বাজেটকে হতাশাজনক আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেছেন, 'এটি একটি হতাশাজনক বাজেট। শুধুমাত্র সরকারের চেয়ার বাঁচানোর জন্য এই বাজেট, ফসলের এমএসপি এবং কীটনাশক ভর্তুকির জন্য আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয়নি।'কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'রেখে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু রেলপথের উন্নতি বা যাত্রী নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া হয়নি।' খাড়গে বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'এই বাজেট মাত্র দুই জনের জন্য অনেক বেশি। তাঁরা (বিজেপি সরকার) অনেক প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কিছুই হয় না।'

এই বাজেট কার্যত একপেশে, বঞ্চিত হয়েছে বাংলা : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.) : "এই বাজেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ বাজেট। জিরো গ্যারান্টি, জিরো ওয়ারেন্টি।" মঙ্গলবার বাজেট নিয়ে এমনটাই দাবি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর দাবি, এই বাজেট কার্যত একপেশে। বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। ঢেলে দেওয়া হয়েছে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশকে। শুধু তাই নয় তিনি বলেছেন, "শুভেন্দু অধিকারী যা বলেছিলেন, 'যো হামারে সাথ, হাম উনকে সাথ। বাজেটে তার স্পষ্ট প্রতিফলন।"তিনি আরও বলেন, "বাংলাকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত করে রেখেছে। এটা নতুন কিছু নয়। এই যে বারোজন সাংসদ পাঠিয়েছে তার নিট ফল শূন্য।"

নীতীশ-চন্দ্রবাবুর রাজ্যের জন্য 'বিশেষ' ঘোষণা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বিহারের জন্য বিমানবন্দর তৈরির কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি বিহারের পর্যটন, পরিবহন, ক্রীড়া, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হবে অন্ধ্রপ্রদেশকে। অন্ধ্রপ্রদেশের সড়ক পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এবং শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যের কথা উল্লেখ বাজেটে। জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা ও রেলের উন্নতির জন্য অন্ধ্রকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্যাকেজ।

প্রসঙ্গত, বাজেট পাশের আগেরদিনই বিহারের বিশেষ মর্যাদার দাবি খারিজ করেছিল কেন্দ্র। তা নিয়ে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন চর্চা চলছিল। তারপর বাজেটের দিনই এনডিএ-র দুই জোটসঙ্গী নীতীশ-চন্দ্রবাবুর রাজ্যের জন্য বিশেষ প্যাকেজে শরিকদের কিছুটা প্রলেপ দেওয়া গেল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উল্লেখ্য, দেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে এদিন টানা সাত বার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। এর আগে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই অর্থমন্ত্রী হিসাবে টানা ছ'বার বাজেট পেশ করে নজির গড়েছিলেন। মঙ্গলবার মোরারজির রেকর্ড ভাঙলেন নির্মলা। বাজেট পেশের আগে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভর্তি স্যুটকেস নিয়ে অর্থমন্ত্রীদের সংসদে ঢোকার রেওয়াজ শেষ হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হাল আমলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছে 'পেপারলেস' বাজেট। সেই অনুসারেই মঙ্গলবার লাল খাপে মোড়া ট্যাবলেট নিয়ে নর্থ ব্লকের সামনে আসেন নির্মলা।

অসমের জন্য বন্যা ত্রাণ ও মোকাবিলায় অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রীয় বাজেটে

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : ২০২৪-২৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেট অসম এবং অন্যান্য দুর্যোগ-কবলিত রাজ্যগুলির জন্য বন্যা ত্রাণ সহায়তা এবং মোকাবিলায় অর্থ বরাদ্দ করেছেন নির্মলা সীতারমণ।

আজ মঙ্গলবার বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ বলেছেন, অসম, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিম সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলার ঘোষণা, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অন্য দুর্যোগ-কবলিত রাজ্যের পাশাপাশি অসমের বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলির জন্য যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকার বিহারে বন্যা প্রশমন প্রচেষ্টার জন্য বিশেষভাবে ১১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা সারা দেশে বন্যাজনিত সংকট মোকাবিলায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলতি বছরে অসম দ্বিতীয় দফায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। ১০টি জেলার ২৩টি রাজস্ব সার্কলের ৪২৩টি গ্রামের প্রায় ১,৩০,৮৮৮ জন বন্যার ফলে প্রভাবিত হয়েছেন। ভূমিধস, বজ্রপাত ও ঝড় সহ বিধ্বংসী বন্যায় এ বছর ১১৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

বাজেট পেশ শেষ হতেই ধস শেয়ার মার্কেটে

মুম্বই, ২৩ জুলাই (হি. স.) : ধস শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার বাজেট পেশ শেষ হতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স, সেনসেক্স, ১০০০ পয়েন্টেরও বেশি কমে ৮০,০০০-এর নীচে নেমে গিয়েছিল। পরে সামান্য উন্নতি ঘটে। বর্তমানে সেনসেক্স রয়েছে ৮০,০২৪ পয়েন্টে। একই অবস্থায় ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেরও। এনএসই নিফটি ৫০-ও ১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৪,২০০ পয়েন্টে।

কৃষি খাতের জন্য ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাই, কৃষি খাতের স্টকের দর ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। কাবেরি সিড কোম্পানি লিমিটেড, করোমন্ডল অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস অ্যান্ড অয়েলস লিমিটেড, ধানুকা এগ্রিটেক লিমিটেড, নোভা এগ্রিটেক লিমিটেডের মতো সংস্থাগুলি সবথেকে বেশি লাভ করেছে। অন্যদিকে, ওএনজিসি, শ্রীরাম ফাইন্যান্স, হিন্ডালকো, এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বিপিসিএল এবং রিলায়েন্সের এদিন সবথেকে বেশি লোকসান হয়েছে। এলটিসিজি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করার পরই ব্রোকিং শেয়ারে পতন ঘটেছে। মোতিলাল ওসওয়াল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, ৫পাইসা, আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, আইআইএফএল সিকিউরিটিজ এবং জিওজিত ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের শেয়ারের দর ২ থেকে ৫ শতাংশ কমেছে। এছাড়া, এইচসিএলটেক এবং টেক মাহিন্দ্রার মতো আইটি সংস্থাগুলির স্টকের দরও পড়েছে।

মেক্সিকোর কোচ হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে ফিরেছেন জাভিয়ের আগুয়েবে

মেক্সিকো, ২৩ জুলাই (হি.স.): ২০২৬ বিশ্বকাপের আশা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তৃতীয়বারের মতো মেক্সিকো জাতীয় ফুটবল ম্যানেজার হিসেবে জাভিয়ের আগুইরেকে পুনর্নিযুক্ত করল।

কোপা আমেরিকায় গ্রুপ-পর্যায়ে প্রস্থানের পর এই মাসের শুরুতে বরখাস্ত করা হয়েছিল জেইমে লোজানোকে। তার জায়গায় এলেন আগুয়েরে। তিনি আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য মেক্সিকো দলকে নেতৃত্ব দেবেন। তারপরে রাফায়েল মার্কেজ ২০৩০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির দায়িত্ব নেবেন। মার্কেজ সম্প্রতি জাতীয় দলের সেটআপে যোগ দিতে বার্সেলোনা বি ম্যানেজার হিসাবে তার চুক্তি বাতিল করেছেন।

আগুয়েরে, যিনি এর আগে ২০০২ এবং ২০১০ বিশ্বকাপে মেক্সিকোকে রাউন্ড অফ ১৬-এ তুলেছিলেন। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে তিনি আবার জাতীয় দলে ফিরলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিধানসভায় নতুন চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে নতুন চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ পর্ব শেষ। মঙ্গলবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় তা সম্পন্ন হয়েছে। বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। এদিন বাংলা ভাষায় প্রথম শপথ নেন রায়গঞ্জ থেকে নির্বাচিত কৃষ্ণ কল্যাণী। এরপর যথাক্রমে তিনজন পরপর ইংরেজি ভাষায় শপথ বাক্য পাঠ করেন ডঃ মুকুটমণি অধিকারী (রানাঘাট), মধুপর্ণা ঠাকুর (বাগদা) ও সুপ্তি পান্ডে (মাণিকতলা) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এর টিকিটে জয়ী হয়েছেন। শপথ গ্রহণ পর্ব শেষে তাঁরা তাদের নিজেদের আসনে গিয়ে বসেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিধানসভায় শপথ গ্রহণ পর্ব নিয়ে রাজভবন ও বিধানসভা এর মধ্যেই যে টানাপোড়েন চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দেন।

স্টার্টআপগুলির ওপর থেকে "অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স" প্রত্যাহার সীতারমনের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.): মঙ্গলবার তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন সংসদে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাজেটে স্টার্টআপগুলির উপর থেকে "অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স" প্রত্যাহার করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। উদ্যোগপতিদের মুখে হাসি ফুটিয়ে মঙ্গলবার স্টার্টআপগুলির "অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স" প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন সীতারমন।

উল্লেখ্য, "অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স" হল এমন একটি কর যা স্টার্টআপের বিনিয়োগ মূল্য যদি স্টার্টআপ কোম্পানির স্টকের বাজারমূল্যের থেকে বেশি হয়, তাহলে সেই নির্দিষ্ট স্টার্টআপের উপর এই কর বসানো হত । অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স বলতে আনলিস্টেড কোম্পানি বা স্টার্টআপের ওপর চাপানো সরকারি ট্যাক্সকে ধরা হয়। নতুন এই স্টার্টআপগুলি তহবিলের জন্য বাইরের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। কোনও কারণে এই অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ বা মূল্যায়ন কোম্পানির ন্যায্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি হলেই সরকারকে এই অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স দিতে হত।

বাজেটে ঘোষিত নতুন ট্যাক্স স্ল্যাব স্বাগতযোগ্য : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর দিকনির্দেশনায়, দেশের নতুন সংসদে, অর্থমন্ত্রী দেশের যে সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন, তা অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী এবং ১৪০ কোটি দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।'যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'এই সাধারণ বাজেটে উন্নয়নের সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। এই বাজেটে কৃষকদের সমৃদ্ধির জন্য ১,৫২,০০০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়েছে। এগুলি অবশ্যই উত্তর প্রদেশকে সাহায্য করতে চলেছে... বাজেটে ঘোষিত নতুন ট্যাক্স স্ল্যাবগুলি স্বাগতযোগ্য।'

ক্যান্সারের ওষুধ অথবা অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধে ছাড় দেওয়া প্রশংসনীয় : শত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্যানসারের তিন ওষুধে ছাড়ের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই ঘোষণায় খুশি ব্যক্ত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি বলেছেন, ক্যান্সারের ওষুধ অথবা অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধে ছাড় দেওয়া প্রশংসনীয়। একইসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, বিহারকে যা দেওয়া হয়েছে, একজন বাসিন্দা হিসেবে ভালো লাগলো, কিন্তু আপনাকে তার মূল্য চোকাতে হবে, কিন্তু ভালোই ছিল। বিহারের এটির প্রয়োজন ছিল এবং এটির চাহিদাও ছিল। আপনারা অন্ধ্রপ্রদেশের জন্যও দিয়েছেন, যা প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তেলেঙ্গানা, পঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য আপনি কী করেছেন?'

দূরদৃষ্টি বাজেট দেশের উন্নয়নের গতিতে ইন্ধন যোগাবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। বাজেটের প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, দূরদৃষ্টি বাজেট দেশের উন্নয়নের গতিতে ইন্ধন যোগাবে। অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'বাজেট ২০২৪-২৫ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের অধীনে ভারতের নতুন উদ্দেশ্য, আশা প্রদান করে না, বরং শক্তিশালী করে।'অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'ভারতের যুবসমাজ, নারী শক্তি এবং কৃষকদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, বাজেট কর্মসংস্থান ও সুযোগের একটি নতুন যুগের সূচনা করে একটি উন্নত দেশ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পথে দেশের গতিকে ত্বরান্বিত করে।' কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনমুখী ও উন্নয়নমুখী আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

বাজেটে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর : ডঃ সুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে সামগ্রিক বাজেট আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, এই বাজেটে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর। মঙ্গলবার বাজেট পেশ হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সরকার দেশের

কেন্দ্রীয় বাজেটে অত্যন্ত খুশি নীতীশ কুমার, বিহারকে দরাজহস্তে ব্যক্ত করলেন আনন্দ

পাটনা, ২৩ জুলাই (হি.স.): বিহারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে দরাজহস্ত নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। আর তাই কেন্দ্রীয় বাজেটে অত্যন্ত খুশি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার। কেন্দ্রীয় বাজেটে বিহারের জন্য বিপুল বরাদ্দ প্রসঙ্গে আনন্দ ব্যক্ত করে নীতীশ কুমার বলেছেন, 'আমি ক্রমাগত এটির (বিশেষ মর্যাদা) জন্য কথা বলেছি, আমি তাঁদেরও বলেছি (এনডিএ)। আমি তাঁদের বলেছি আমাদের একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে অথবা বিশেষ প্যাকেজ দিতে।'নীতীশ কুমার আরও বলেছেন, 'ফলো-আপ হিসাবে, তাঁরা অনেক কিছুর জন্য সাহায্য ঘোষণা করেছে...আমরা বিশেষ মর্যাদার কথা বলছিলাম এবং অনেক মানুষ বলেছিল, বিশেষ মর্যাদার বিধানটি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তার বদলে বিহারকে সাহায্য করা উচিত, তারা এখন তা শুরু করেছে।'

আলুর দাম লাগাম ছাড়া, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বেচারাম মান্নাকে নতুন দায়িত্ব

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : আলুর দাম লাগাম ছাড়া। অবিলম্বে তা আয়ত্তে আনা দরকার। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও রাজ্যের অভ্যন্তরে চাহিদা মেটাতে মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে পৃথক ও স্বতন্ত্র এক সংগঠন গড়তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে সংগঠন রয়েছে মূল্যবৃদ্ধির উপর কোনও তার নিয়ন্ত্রণ নেই। যদিও ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো অব্যাহত রয়েছে। আগে এ রাজ্যের পর্যাপ্ত চাহিদা মেটাতে হবে। দাম কমানোর চেষ্টা করতে হবে। খোলা বাজারে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আলুর দাম রাখা উচিত। এ রাজ্য আলু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ। কাজেই সমস্যা নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এদিন বিধানসভায় রয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। এর ফাঁকে এই বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এবারের অলিম্পিক বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বে দর্শনীয় হবে, বলছেন আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ

প্যারিস, ২৩ জুলাই (হি.স.): প্যারিসে আইওসি-র উদ্বোধনী অধিবেশনে আইওসির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ বলেছেন, 'বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে কম বয়সীরা ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করছে অলিম্পিক শুরুর দিনটার জন্য। আমরাও তৈরি একটা সুন্দর অলিম্পিক উপহার দেয়ার জন্য। যে গেমস বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্বে দর্শনীয় হবে।' অনুষ্ঠানে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁও উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের জাতীয় তাৎপর্য্য তুলে ধরেন।াখ বলেছেন,'প্যারিস লিঙ্গ সমতার সাথে প্রথম অলিম্পিক আয়োজন করবে, যেখানে সমান সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ক্রীড়াবিদ থাকবে।' ২০৬টি জাতীয় অলিম্পিক কমিটির ১০,৫০০র বেশি ক্রীড়াবিদ ১৬ দিনের বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

স্নান করতে গিয়ে জলে পড়ে মহিলার মৃত্যু , এলাকায় চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ২৩ জুলাই (হি. স.) : পুকুরে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়ায়। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বোষ্টম পুকুরে এক মধ্যবয়স্ক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। পুকুরের জলে শরীরের কিছুটা অংশ বাকিটা পুকুরের পাড়ে পড়ে ছিল মৃতদেহটি।মৃতদেহের পাশেই একটি বালতি ও একজোড়া জুতো পড়ে থাকতে দেখেন তারা।

হানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত মহিলা কুচকুচিয়া এলাকার বাসিন্দা।আধপাগলা ধরনের ওই মহিলাকে ফেনী বলেই সকলে সম্বোধন করতো বলে জানা গেছে।মৃত্যুর কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে স্নান করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পাণ্ডুয়ায় স্কুল চলাকালীন ছাত্রীদের মাথার উপর ভেঙে পড়ল পাখা

পাণ্ডুয়া, ২৩ জুলাই (হি. স.) : পাণ্ডুয়া রাধারানি গার্লস হাইস্কুলে স্কুল আচমকাই ছাত্রীদের মাথার উপর ভেঙে পড়ল পাখা। ঘটনায় আহত চার ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। এ প্রসঙ্গে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অসিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, টিফিনের সময় ক্লাসরুমে বসে টিফিন করছিল ছাত্রীরা। হঠাৎই একটি পাখা মাথার উপর ভেঙে পড়ে। আহত হয় চার ছাত্রী। তড়িঘড়ি তাদেরকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। দু'জনকে আবার সেখান থেকে স্ক্যান করানোর জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এই বাজেট জনগণের নয় : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : এই বাজেট জনগণের নয়। মঙ্গলবার বাজেট নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কেবলমাত্র একটি দলের জন্য এই বাজেট গড়া হয়েছে। জনস্বার্থ বিরোধী এই কেন্দ্রীয় বাজেট। গরীবের জন্য এই বাজেটে কোনও আর্থিক সংস্থান নেই। প্রতিবেশী সিকিমের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে। অথচ দার্জিলিং এর জন্য কোনও বরাদ্দ নেই। এ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন তিনি। পাহাড়ের ভোট নিয়ে জিতেছে বিজেপি। সে সব ভুলে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিধানসভায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। বরাদ্দ করা হয় নি কোনও অর্থ। বাংলার সম্মান নেই। আশা করি, বাংলার মানুষ কখনও এ নিয়ে ছেড়ে কথা বলবে না। শেয়ার দুর্নীতি প্রকাশ্যে। অন্ধ্র প্রদেশ ও বিহারে টাকা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে এদিন ঘোষণা করা হয়েছে, তিন কোটি বাড়ি দেওয়া হবে। যদিও খাদ্যে কোনও অনুদান নেই। নদী মাতৃক দেশ বাংলা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে অর্থ দরকার। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নেই। পরিকল্পিত ভাবে বাংলাকে একা করে দেওয়া হয়েছে। ১ লাখ ৭১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। জিএসটি তুলে নিচ্ছে। রাজ্য সরকার পাবে না।

নির্মলাকে ধন্যবাদ জানালেন নাইডু, বাজেট নিয়ে খুশি অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় বাজেটে অন্ধ্রপ্রদেশের চাহিদাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। বাজেট পেশ হওয়ার পরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে চন্দ্রবাবু নাইডু লিখেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানাই।'চন্দ্রবাবু নাইডু যোগ করেছেন, 'আমাদের রাজ্যের চাহিদাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি রাজধানী, পোলাভারম, ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য ধন্যবাদ। কেন্দ্রের এই সমর্থন অন্ধ্রপ্রদেশের পুনর্গঠনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্রগতিশীল এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিকারী বাজেট উপস্থাপনের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই।'

আত্মনির্ভরতা অর্জনের বাজেট

● প্রথম পাতার পর

স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, এই বছর গ্রামীণ পরিকাঠামো সহ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ২লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার ৪: অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এম. এস. এম. ই)-র প্রসারে উৎপাদন ও পরিষেবা সহায়তা: শ্রীমতী সীতারামন বলেন, এই বাজেটে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এম এস এম ই) এবং বিশেষ করে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

একটি পৃথকভাবে গঠিত স্ব-অর্থায়ন গ্যারান্টি তহবিল প্রতিটি আবেদনকারীকে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি প্রদান করবে, যেখানে ঋণের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। একইভাবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বাহ্যিক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ঋণের জন্য অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে মূল্যায়ন করার জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা গড়ে তোলা হবে।

মুদ্রা ঋণ: যাঁরা 'তরুণ' বিভাগের অধীনে পূর্বে মুদ্রা ঋণের সুবিধা নিয়েছেন এবং সফলভাবে পরিশোধ করেছেন, সেইসব উদ্যোগীদের জন্য মুদ্রা ঋণের সীমা বর্তমান ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হবে।

খাদ্য শৃঙ্খল , গুণমান ও নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য এম এস এম ই ক্ষেত্রে ৫০টি বহুজাতিক খাদ্য বিকিরণ ইউনিট স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

এম এস এম ই এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম করতে, পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) পদ্ধতিতে ই-কমার্স এক্সপোর্ট হাব স্থাপন করা হবে।

শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিতে ইন্টার্নশিপ অর্থমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজের আওতায় পঞ্চম প্রকল্প হিসাবে আগামী ৫ বছরে ১ কোটি যুবক-যুবতীকে শীর্ষস্থানীয় ৫০০টি সংস্থায় ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি বড় প্রকল্প চালু করা হবে।

অগ্রাধিকার ৫: নগরোন্নয়ন: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার-২য় প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগে ১ কোটি শহুরে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আবাসন চাহিদা পূরণ করা হবে। এর মধ্যে আগামী পাঁচ বছরে ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন: রাজ্য সরকার এবং বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কযোগ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০ টি বড় শহরে জল সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলিকে উৎসাহিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি: তিনি আরও বলেন, রাস্তার বিক্রেতাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আগামী ৫ বছর সমানে সরকার নির্বাচিত শহরগুলিতে ১০০টি সাপ্তাহিক হাট বা রাস্তার খাবারের কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি সহায়ক প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছে।

অগ্রাধিকার ৬: জ্বালানি নিরাপত্তা: অর্থমন্ত্রী বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ১ কোটি পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পেতে সক্ষম করার জন্য ছাদের উপর সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুক্ত বিজলী যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১ কোটি ২৮ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ আবেদন জমা হয়েছে।

অগ্রাধিকার ৭: পরিকাঠামো: অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিগত বছরগুলিতে পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে, যা অর্থনীতিতে বহুগুণ প্রভাব ফেলেছে। সরকার অন্যান্য অগ্রাধিকার এবং আর্থিক একীকরণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে আগামী ৫ বছরে পরিকাঠামোর জন্য শক্তিশালী আর্থিক সহায়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেঊ এই বছর মূলধন ব্যয়ের জন্য ১১,১১,১১১ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা জিদিপি-র ৩.৪ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পি. এম. জি. এস. ওয়াই): অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্য হয়ে ওঠা ২৫ হাজারগ্রামীণ বসতিতে সর্ব-আবহাওয়ায় অনুকুল সড়ক সংযোগ প্রদানের জন্য পিএমজিএসওয়াই-এর চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করা হবে।

বিহারের সেচ ও বন্যা প্রশমনের জন্য, ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচি এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে, সরকার কোশি-মেচি আন্তঃরাজ্য সংযোগ এবং ব্যারেজ, নদী দূষণ হ্রাস এবং সেচ প্রকল্প সহ ২০টি চালু ও নতুন প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১১,৫০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকার অসম, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং সিকিমকে বন্যা ব্যবস্থাপনা, ভূমিধ্বস এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

অগ্রাধিকার ৮: উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সরকার মৌলিক গবেষণা ও প্রোটোটাইপ উন্নয়নের জন্য অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা তহবিল চালু করবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১ লক্ষ কোটি টাকা অর্থায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্তরে বেসরকারি ক্ষেত্র পরিচালিত গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ব্যবস্থা স্থাপন করবে।

মহাকাশ অর্থনীতি: আগামী ১০ বছরে মহাকাশ অর্থনীতিকে ৫ গুণ সম্প্রসারিত করার ওপর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এজন্য ১০০০ কোটি টাকার একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল গঠন করা হবে।

অগ্রাধিকার ৯: পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার

অর্থনৈতিক নীতির কাঠামো সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সহজতর করতে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের সুযোগ নির্ধারণের জন্য একটি অর্থনৈতিক নীতির কাঠামো তৈরি করবে।

শ্রম সংক্রান্ত সংস্কার সরকার কর্মসংস্থান ও দক্ষতা সহ শ্রমজীবীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা করবে। অন্যান্য পোর্টালের সঙ্গে ই-শ্রম পোর্টালের ব্যাপক সংহতকরণ এই ধরনের একমুখী সমাধানকে সহজতর করবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশী বিনিয়োগের নিয়মকানুনগুলি সরল করা হবে যাতে (১) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ সহজতর করা যায়, (২) অগ্রাধিকার দেওয়া যায় এবং (৩) বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য মুদ্রা হিসাবে ভারতীয় রুপিকে ব্যবহার করার সুযোগকে উৎসাহিত করা যায়।

এন পি এস বাৎসল্য: এন. পি. এস-বাৎসল্য, নাবালকদের জন্য পিতামাতা এবং অভিভাবকরা যাতে পেনশন স্কিম শুরু করতে পারেন তার একটি পরিকল্পনা শুরু করা হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ওই সন্তান-সন্ততিরা পরিকল্পনাটি নির্বিঘ্নে একটি সাধারণ এনপিএস অ্যাকাউন্টে রূপান্তরিত করে নিত পারবে।

বাজেট ব্যয় বরাদ্দ :

অর্থমন্ত্রী জানান যে ২০২৪-২৫ সালের জন্য, ঋণ ব্যতীত মোট আয় ৩২. ০৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ধার্য্য হয়েছে ৪৮.২১ লক্ষ কোটি টাকা। মোট কর সংগ্রহের পরিমাণ ২৫.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে এবং রাজস্ব ঘাটতি আনুমানিক জিডিপির ৪.৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে শ্রীমতি সীতারামন বলেন, সরকারের লক্ষ্য আগামী বছর আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৪.৫ শতাংশের কম রাখা। শ্রীমতি সীতারামন জোর দিয়ে বলেন যে, ২০২১ সালে তাঁর দ্বারা ঘোষিত আর্থিক একীকরণের প্রক্রিয়া অর্থনীতিকে উত্তম সহায়তা করেছে এবং সরকার আগামী বছর ঘাটতি ৪.৫ শতাংশের নিচে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখবে।

দেশের চার কোটি বেতনভোগী ব্যক্তি এবং পেনশনভোগীদের প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাজেটে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ব্যাপক পর্যালোচনা, সেগুলিকে সহজতর করা, করের পরিমাণ এবং সম্মতি বোঝা হ্রাস করা এবং করের জালকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাজেটে করের ভিত্তি উন্নত করতে এবং দেশীয় উৎপাদনকে সহায়তা করার জন্য শুল্কের হার কাঠামোর পর্যালোচনার পাশাপাশি জিএসটি কর কাঠামোর ব্যাপক যৌক্তিককরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন বলেন, কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ছাড় ও ছাড় ছাড়াই কর ব্যবস্থার সরলীকরণ করদাতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে কারণ কর্পোরেট করের ৫৮ শতাংশেরও বেশি সরলীকৃত কর ব্যবস্থা থেকে এসেছে এবং দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি করদাতারা নতুন ব্যক্তিগত আয়কর ব্যবস্থায় চলে এসেছেন।

দেশে কাঁচা হীরা বিক্রি করা বিদেশী খনি সংস্থাগুলি এখন নিরাপদ হারবার রেট থেকে উপকৃত হতে পারে, এতে হীরা শিল্প লাভবান হবে। এছাড়াও, বিদেশি মূলধন আকৃষ্ট করতে বিদেশি সংস্থাগুলির উপর কর্পোরেট করের হার ৪০শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।বাজেট দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা, টিডিএস হার কাঠামো এবং মূলধন লাভ কর আরও সহজতর করেছে। দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য কর ছাড়ের দুটি ব্যবস্থা একীভূত করা হবে। অনেক অর্থপ্রদানের উপর ৫ শতাংশ টিডিএস ২ শতাংশ টিডিএস-এ একীভূত করা হবে এবং মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউটিআই দ্বারা ইউনিটগুলির পুনঃক্রয়ের উপর ২০ শতাংশ টিডিএস প্রত্যাহার করা হবে।ই-কমার্স অপারেটরদের উপর টিডিএসের হার ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.১ শতাংশ করা হয়েছে। এখন বেতন থেকে কাটা টিডিএস-এর উপর টিসিএস-এর ক্রেডিট দেওয়া হবে। বাজেট টিডিএস বিবৃতি দাখিলের নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত টিডিএস প্রদানের বিলম্বকে অপরাধমুক্ত করেছে। টিডিএস ডিফল্টগুলির জন্য সরলীকৃত এবং যুক্তিসঙ্গত যৌগিক নির্দেশিকাগুলির জন্য শীঘ্রই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি আনা হবে।মূলধন লাভের ক্ষেত্রে, স্বল্পমেয়াদী লাভ এখন থেকে নির্দিষ্ট আর্থিক সম্পদের উপর ২০ শতাংশ হারে আকৃষ্ট হবে। সমস্ত আর্থিক এবং অ-আর্থিক সম্পদের উপর দীর্ঘমেয়াদী লাভের হার ১২.৫ শতাংশ। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের শ্রেণীর সুবিধা দিত মূলধন লাভের ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে বার্ষিক ১.২৫ লক্ষ টাকাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তালিকাভুক্ত আর্থিক সম্পদ এবং দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তালিকাভুক্ত নয় এমন সম্পদ (আর্থিক ও অ-আর্থিক)-কে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। তালিকাভুক্ত নয় এমন বণ্ড এবং ডিবেঞ্চার, ডেট মিউচুয়াল ফান্ড এবং বাজার সংযুক্ত ডিবেঞ্চারগুলি প্রযোজ্য মূলধন লাভ কর আকর্ষণ করতে থাকবে।

জিএসটি সাধারণ মানুষের উপর করের পরিমাণ হ্রাস করেছে বলে স্বীকার করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এটিকে বিশাল অনুপাতের সাফল্য বলে অভিহিত করে বলেছেন যে, জিএসটি বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য সম্মতি বোঝা এবং লজিস্টিক ব্যয় হ্রাস করেছে। এখন সরকার কর কাঠামোকে আরও সরল ও যুক্তিসঙ্গত রূপ দেবার পরিকল্পনা করেছে যাতে একে বাকি ক্ষেত্রগুলিতে প্রসারিত করা যায়। বাণিজ্যের সহজতা এবং বিরোধ হ্রাসের জন্য শুল্কগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সংশোধন করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে। ক্যান্সার রোগীদের স্বস্তি দিতে, বাজেটে আরও তিনটি ক্যান্সারের চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষুধ, যেমন ট্রাস্টু জুমাব ডেরাক্সটেকান, ওসিমার্টিনিব এবং ডুরভালুমাব-কে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এক্স-রে মেশিনের টিউব এবং ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টরের উপর বেসিক কাস্টম ডিউটি/মৌলিক শুল্ক (বিসিডি) হ্রাস করা হবে। মোবাইল ফোন, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড অ্যাসেম্বলি (পিসিবিএ) এবং মোবাইল চার্জারগুলিতে বিসিডি কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বাজেটে সৌর প্যানেল উৎপাদনের জন্য মূলধন পণ্য ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি বাড়াতে ব্রুডস্টক, পলিচেইট কৃমি, চিংড়ি এবং মাছের খাদ্যের উপর বিসিডি কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এই বাজেট ভারতীয় চামড়া ও বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলবে। স্প্যানডেক্স সুতা তৈরিতে ব্যবহৃত মিথাইলিন ডিফেনিল ডাইসোসায়ানেটে (এমডিআই) বিসিডি ৭.৫শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সোনা ও রুপোর উপর শুল্ক কমিয়ে ৬ শতাংশ এবং প্ল্যাটিনামের উপর শুল্ক কমিয়ে ৬.৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ফেরো নিকেল এবং তামার বিসিডি অপসারণ করা হয়েছে, অন্যদিকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিসিডি ৭.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

একইভাবে, পরিবেশের ঝুঁকি বিবেচনা করে পিভিসি ফ্লেক্স ব্যানারে বিসিডি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ হয়েছে। দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে নির্দিষ্ট টেলিকম সরঞ্জামের পিসিবিএ-তে বিসিডি ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বাজেটে ক্যানসারের আরও তিনটি ওষুধের শুল্ক মকুবের ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী। সোনা, রূপোর ওপর শুল্ক কমিয়ে ৬ শতাংশ এবং প্লাটিনামের ওপর ৬ দশমিক ৪ শতাংশ করার ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি নির্দিষ্ট আর্থিক সম্পদের উপর মূলধন লাভের ছাড়ের সীমা প্রতি বছর ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বাড়ানোরও প্রস্তাব করেন। ভারতীয় স্টার্টআপ সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য, তিনি সমস্ত শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের জন্য অ্যাঞ্জেল ট্যাক্স বাতিল করার প্রস্তাব করেন।ব্যক্তিগত আয়কর ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী দুটি ঘোষণা করেন। নতুন কর ব্যবস্থায় বেতনভোগী কর্মচারীদের স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছেঊ করদাতাদের জন্য নতুন কর কাঠামোর স্ল্যাব হবে এইরকম - ৩ লক্ষ পর্যন্ত কোনো কর দিতে হবেনা। ৩ থেকে ৭ লক্ষ পর্যন্ত ৫ শতাংশ, ৭ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ১০ শতাংশ, ১০ থেকে ১২ লক্ষ পর্যন্ত ১৫ শতাংশ, ১২ থেকে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত ২০ শতাংশ এবং ১৫ লক্ষ উর্ধ বাৎসরিক আয়ের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ আয়কর দিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৫ অক্টোবর দুর্গাপুজো কার্নিভাল, পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : ১৫ অক্টোবর দুর্গাপুজো কার্নিভাল। মঙ্গলবার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে এমনটা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিধানসভায় শপথ গ্রহণ পর্বের পর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দেন। ওই বৈঠক হয়েছে বিধানসভায়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার সহ সচিবালয়ের শীর্ষ আধিকারিকরা। ওই বৈঠক শেষে বিধানসভা থেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যান তিনি। 'ফোরাম ফর দূর্গোৎসব' এর ডাকে ছিল জরুরি ও পর্যালোচনা বৈঠক। পুজো কমিটির প্রতিনিধি থেকে শুরু করে দমকল বাহিনী, পূর্ত দফতর, কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। পুজো উদ্যোক্তারা সামিল হন এই বৈঠকে। বিধানসভা প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি পায়ে হেঁটে সটান পৌঁছেছেন তিনি নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। পথচলতি জনতা এই আকস্মিক ঘটনাতে হতবাক। বিধানসভা থেকে কড়া পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যেই নিজস্ব গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যান সেখানে। এদিকে, এবছর পুজোর অনুদানও বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবগুলির ফায়ার লাইসেন্স সহ সব কর মকুব করেছে রাজ্য সরকার। পুজো কমিটি পিছু গতবার অনুদান ৭০ হাজার থেকে বেড়ে করা হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা। এতে খুশি পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির কর্তাদের জানানো হয়েছে যে, এবছর বিদ্যুৎ বিলে ৭৫ শতাংশ ছাড় মিলবে এই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আগামী ১৫ অক্টোবর পুজো কার্নিভ্যাল। দশমীর দিন থেকেই ১৩ ও ১৪ তারিখ প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে। এছাড়াও এক গুচ্ছ নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এ বারে দুর্গাপুজো উপলক্ষে ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠক থেকে ঘোষণা করে বলেন, এ বারে ক্লাবগুলিকে মোট ৮৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। উল্লেখ্য, এর আগের বছর এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার টাকা, আর এ বারে সেটি অনেকটাই বেড়ে গেল। মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিকালে এই বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছর পুজোর অনুদান বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবগুলির ফায়ার লাইসেন্স সহ একাধিক কর মকুব করল রাজ্য সরকার। পুজো কমিটি পিছু গতবার ৭০ হাজার থেকে বেড়ে হল ৮৫ হাজার টাকা অনুদান। বিদ্যুতেও ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এ বছর কার্নিভাল হবে ১৫ অক্টোবর। শুধু তাই নয়, পরের বছর এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে বলে জানান মমতা। জেলার পুজোর প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তিনি বলেন, এখন তো মহালয়ার দিন থেকে পুজোর উদ্বোধন শুরু করে দি। মা মহালয়ার সময় থেকেই বাংলার পুজোয় চলে আসেন। আমরা দুর্গাপুজোকে এক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় হিসাবে পালন করি। এ ড়াড়া, মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, এ বারের পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেই কারণেও প্রশাসন যাতে সতর্ক থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, তিনি সমস্ত ধর্মের সাধারণ মানুষকে এই উৎসবে মিলিত হতে বলেন। জিজ্ঞাসাবাদে আরো তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে খবর।

ভারতের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখতে মজবুত রোডম্যাপ তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় বাজেট : হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আজ (মঙ্গলবার) যে বাজেট পেশ করেছেন তা 'ভারতের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি মজবুত রোডম্যাপ' তৈরি করেছে, বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি আরও বলেন, এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ছোট ব্যবসাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে 'অভূতপূর্ব'।দিল্লিতে অবস্থানরত মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণজি এবং তাঁর দলের প্রতি আমার অভিনন্দন এমন একটি বাজেট পেশ করার জন্য যা ভারতের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখার জন্য একটি মজবুত রোডম্যাপ তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কল্পনাপ্রসূত এই বাজেট আমাদের অর্থনীতিকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উপস্থাপন করেছেন মাননীয়া নির্মলাজি।'তিনি লিখেছেন, 'বন্যায় সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য এই বাজেটে অসম যে বিশেষ সহায়তা পাবে তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ভূমি নিবন্ধনের জন্য ঘোষিত চমৎকার সংস্কারগুলি মিশন বসুন্ধরা ৩.০-এর মতো আমাদের চলমান প্রচেষ্টাকে পরিপূরক করবে বাজেট।'নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী ড় এস জয়শংকরের সঙ্গে দেখা করে অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসিকে শক্তিশালী করার আর্জি জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা এবং বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের মধ্যে আঞ্চলিক কূটনীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসমের ভূমিকা বাড়ানোর উপায়গুলি অন্বেষণ করেছেন। ভারতের উচ্চাভিলাষী অ্যাক্ট-ইস্ট পলিসির অধীনে অসমের উন্নয়নের গতিপথকে আরও জোরদার করবে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক মজবুত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিপিআই (এমএল)

● প্রথম পাতার পর

৩৫ টি ব্লকের মধ্যে ২৩ টি ব্লকে এমন আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ১৩ টি ব্লকে বিরোধীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারেনি।এমতাবস্থায় ১২ জুলাই সিপিআইএম মনোনীত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের প্রার্থী বাদল শীল স্থানীয় চোত্তাখলা বাজারে বিজেপি দুবৃত্তদের দ্বারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হয়ে যান। মনোনয়ন পত্র আনতে গিয়ে ১১ জুলাই রাজ্য সম্পাদক টেপানিয়া ব্লকে আক্রান্ত হন। ১৮ জুলাই মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে মাতাবাড়ি ব্লকে সিপিআই(এম এল) প্রার্থীরা আক্রান্ত হন। পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী নজির মিঞা সরকার বিজেপি দুর্বৃত্তদের আক্রমণের ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীকে তাঁর নিজের দলের প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের সঙ্গে করে ব্লকে ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হয়। তাঁদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। সাতচান্দ ব্লক, পোয়াংবাড়ি, ডুকলি, সালেমা ও দুর্গা চৌমুহনী ব্লকে এমন ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ ছিল যে, নলছড় ব্লকে বিরোধী দলনেতা যেতেই পারেননি।

গ্রেপ্তার এক

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগমূলে পুলিশ তদন্তক্রমে অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে গোয়ালা বস্তি এলাকার শ্যাম ও তার ছেলে শচীন নেশা বাণিজ্যে জড়িত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। শচীনকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে আরো তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে খবর।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

তিনি মাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন ততবার হাসপাতালের যে সকল কর্মীরা পরিষেবা প্রদান করেছেন তারা টাকা দাবি করেছেন। যেখানে সরকারি হাসপাতালে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর বিনা পয়সায় রোগীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন সেখানে একাংশ এ ধরনের কর্মীদের কারণে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এ ধরনের একাংশ কর্মীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন দাবী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের।

হানা দিল প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহরের অভিষেক রেস্তোরাঁ, দ্য পার্ক লাইন ও মিঠাই সহ বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁতে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিষেক রেস্তোরাঁর রান্না অপরিষ্কার পরিবেশে তৈরী করা হয়। তেমনি, পুরনো সরঞ্জাম দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে। তারা অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করছেন। ফলে সাময়িককালের জনঢ় রান্না তৈরি করা হয় ঘর বন্ধ করে দিল সদর এস ডি এম।

ডেঙ্গির প্রকোপ আক্রান্ত ১২১ জন

বালুরঘাট, ২৩ জুলাই (হি. স.) : বর্ষায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। সোমবার পর্যন্ত জেলায় মোট ১২১ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে দুইজন বর্তমানে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর কোনও ঘটনা নেই। গতকাল একদিনেই ৯ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গি পরীক্ষার পরিমাণ বেড়েছে। যার কারণে ডেঙ্গিও অনেক বেশি ধরা পড়েছে। গতবার তুলনায় এবার অনেকটাই বেশি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে জেলায়। বাকিদের চিকিৎসা বাড়িতেই চলছে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় এবার আরও সজাগ হচ্ছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। বাড়ি বাড়ি ডেঙ্গি মোকাবিলায় টিম পাঠানো হচ্ছে। জমা জল ও ড্রেনগুলিতে স্প্রের ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।জানা গিয়েছে, গত বছর হু হু করে বেড়েছিল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষ করে জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের নানা প্রান্ত ও বালুরঘাটের বেশ কিছু এলাকা হটস্পট ছিল।

৬ যাত্রীর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মৃতদের মধ্যে পাঁচ জনের বাড়ি পাথারকান্দির চাঁন্দখিরা এলাকায়। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে চাঁন্দখিরার বাসিন্দা গুলজার হোসেন স্থানীয় অটো চালক রুহুল আলমের অটোতে করে নিজের মা শ্বাশুড়ি স্ত্রী ও তিন বছরের শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর জন্য করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।তাদের বাহনটি নিলামবাজার বেড়াজাল এলাকায় পৌছালে বিপরিত দিক থেকে আসা একটি হোন্ডাই গাড়ি তাদের গাড়িতে অর্তকিতে ধাক্কা দিলে ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।পরে দুটি বাহন ছিটকে পড়ে পাশের জলাভুমিতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় উক্ত দুর্ঘটনায় চারজনের দুর্ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। পরে অন্য দুই আহতকে করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ঘটনার পর প্রতিবাদি জনতা জাতিয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন।পরে টালমাটাল পরিস্থিতি সামলাতে ডিসি মৃদুল যাদব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উত্তেজিত জনগনকে বুঝিয়ে মৃতের পরিবারকে সরকারি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিলে প্রায় তিন ঘন্টা পর সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।এ কান্ডে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই, যা দেশকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও সমগ্র টিম অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এই দূরদর্শী বাজেট আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরকে উন্নীত করবে এবং ক্ষমতায়ন করবে, সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে।'

এ্যাকশন কমিটি

● আটের পাতার পর

করার জন্য সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখা করেননি। এদিন তিনি বলেন, অমরপুর আরডি ব্লকের প্রত্যাবর্তনকারীরা আত্মসমর্পণের পরে সুবিধা পেতে পারেনি এবং তারা সেখানে পরিবার সহ অত্যন্ত কষ্ট ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ তাদের আয়ের কোন উৎস নেই এবং তাদের নিজস্ব কোন ঘর নেই। তাই রাজ্য সরকারের নিকট তাদের দাবি অতিসত্বর অমরপুর আরডি ব্লকের দরিদ্র প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য রাবার বাগান, মাটির চেক ড্যাম এবং পিএমএওয়াই বাড়ি প্রদান করা হোক। তা নাহলে তাই আগামী ২৫ তারিখ উদয়পুর টু অমরপুর রাস্তা অবরোধ করা হবে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি বেবি পাল। স্বামী- রাকেশ পাল, বয়স- ৩১, পেশা- গৃহিনী, নিবাস-দেবীনগর, মজলিশপুর, থানা-রাণীরবাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০৩৫ আমার মেয়ে ঈশানী পাল। তার কিছু সরকারি কাগজপত্রের নামের পদবি রেকর্ডে পাল এর জায়গায় পল রয়েছে। তাই এক নোটারি নং IN-TR28973947273360W, 23 July 2024 এফিডেভিট মূলে ঈশানী পল থেকে ঈশানী পাল হয়েছে। তাই এখন থেকে ঈশানী পল এবং ঈশানী পাল একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

এফিডেভিট

আমি শ্রী রাকেশ পাল। পিতা- দুলাল চন্দ্র পাল, বয়স- ৪৫, পেশা- ব্যবসায়িক, নিবাস-দেবীনগর, মজলিশপুর, থানা-রাণীরবাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০৩৫ আমার মেয়ে ঈশানী পাল। তার কিছু সরকারি কাগজপত্রের নামের পদবি রেকর্ডে পাল এর জায়গায় পল রয়েছে। তাই এক নোটারি নং IN-TR28973798096530W, 23 July 2024 এফিডেভিট মূলে ঈশানী পল থেকে ঈশানী পাল হয়েছে। তাই এখন থেকে ঈশানী পল এবং ঈশানী পাল একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

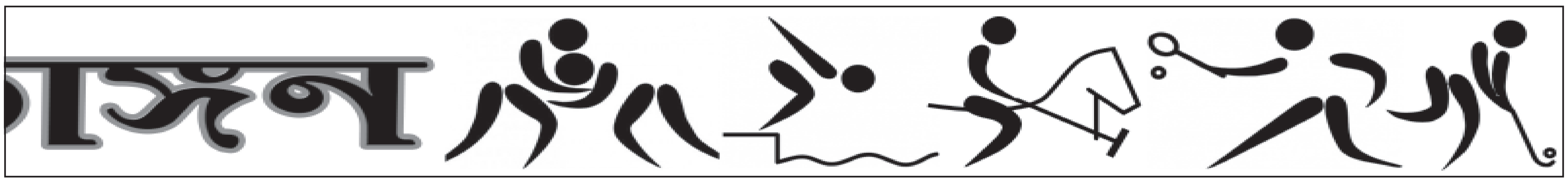

মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মিত ফ্লাডলাইট এর শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসো-র বিশেষ বৈঠক ২৮ জুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর দিনক্ষণ ইতোমধ্যেই স্থির করা হবে। সংস্থার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভা আগামী ২৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, স্থান এবং আলোচ্য সূচি ওই বৈঠকে স্থির করা হবে। ২৮ জুলাই এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ বেলা সাড়ে ১১ টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এবারকার বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২০২৮ তথা চার বছরের জন্য রাজ্য সংস্থার কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করা হবে।

প্রয়োজন সাপেক্ষে তা গণতান্ত্রিক উপায়ে তথা গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমেও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত। ওই বিশেষ বৈঠকে বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচিও নির্ধারিত হবে।

উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের আগে সংস্থার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের আরও একটি বৈঠকের আবশ্যকতা রয়েছে।

কেননা ওই বৈঠকে বিগত সময়ের সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ, সেগুলিও অনুমোদন করা হবে। সংস্থার সকল সদস্যদের যথাসময়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থার সম্পাদক বিপ্লব দত্ত এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কর্নাটকে জাতীয় জুনিয়র মেয়েদের ফুটবলে খেলতে রাজ্য দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল রওয়ানা হলো মঙ্গলবার। অনূর্ধ-১৭ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল আসরে অংশ নিতে মেয়েদের বিভাগে রাজ্য দল মঙ্গলবার রেল পথে কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। আগামী ২৭ জুলাই থেকে কর্নাটকের বেলগামে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট। অনূর্ধ ১৭ জাতীয় জুনিয়র মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলকে খেলবে। ২৭ জুলাই প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ পণ্ডিচেরি। ২৯ জুলাই ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। ৩১ জুলাই তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে লাক্ষা দ্বীপের বিরুদ্ধে।

৪ আগস্ট গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র। মঙ্গলবারে রওয়ানা হওয়া রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো তৃষা দেবনাথ (অধিনায়িকা), হামারি দেববর্মা, ধনিতা রিয়াং, সুখী রানি জমাতিয়া, মমতা দেবী মলসুম, রুমা ঝাড়া, অনিতা গৌড়, ঝলক জমাতিয়া, সোহানা জমাতিয়া, সোনিয়া দেববর্মা, তুলসী রানী জমাতিয়া, রিয়া জমাতিয়া, জয়া দেববর্মা, সাবমনি উড়াং, দীপিকা দেববর্মা, রবিমালা দেববর্মা, জেসিকা ঝাড়া, স্মৃতি জমাতিয়া, পুনমদীতা দেবনাথ (সহ অধিনায়িকা) সংগীতা দাস, কবিতা সাঁওতাল ও কুন্তী ওড়াং। কোচ সুশান্ত দেববর্মা, ম্যানেজার রজকিনী দেববর্মা।

ফ্লাডলাইটে প্লে অফ ম্যাচে সাডেন ডেথে চ্যাম্পিয়ন ঐকতান, রানার্স সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘড়ির কাটায় তখন ৬টা বেজে ৪০ মিনিট। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সার্থক। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটে ম্যাচ শুরু। সাডেন ডেথে গড়িয়েছে ম্যাচ। সি ডিভিশনের দুই গ্রুপের দুই সেরা দলের খেতাবি লড়াই।

আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা। তবে প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে সরোজ সংঘের বিলাশ দেববর্মা। একইভাবে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয় ঐকতান যুব সংস্থার সাধন জমাতিয়া। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হলে ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুট আউটে।

এতেও চার চার গোলে ম্যাচ ড্র থেকে গেলে স্বাভাবিক কারণে খেলা গড়ায় সাডেন ডেথে। ঐকতান যুব সংস্থা সি ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জিতে নিয়েছে।

রানার্স সরোজ সংঘ। এদিকে খেলার শুরুর প্রাক্কালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ফ্লাডলাইটে ফুটবল ম্যাচের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে মেয়র দীপক মজুমদার, বিজেপি দলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, টিএফএ সভাপতি প্রণব সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্যারিস অলিম্পিক: বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ ভারতের ক্রীড়া মন্ত্রকের

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় ক্রীড়া মন্ত্রক প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশ নিয়েছেন।

নীরজ চোপড়া - জ্যাভলিন: নীরজ চোপড়া ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে এক উজ্জ্বল নাম।গত অলিম্পিকে তিনি ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন। এবারও তার উপর প্রত্যাশা অনেক। তাই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক তার উপর মোট ৫.৭২ কোটি টাকা তার উপর বিনিয়োগ করেছেন।

সাত্ত্বিকসাইরাজ র‍্যাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠি - ব্যাডমিন্টন পুরুষদের ডাবলস: ক্রীড়া মন্ত্রক তাদের জন্য ৫.৬২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

পিভি সিন্ধু - ব্যাডমিন্টন: পিভি সিন্ধু রিও ২০১৬ থেকে রৌপ্য এবং টোকিও ২০২০-এ ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এবারও তার ওপর প্রত্যাশা অনেক। তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক ৩.১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

ভারতীয় পুরুষ হকি দল: টোকিওতে, ভারতীয় পুরুষ হকি দল ব্রোঞ্জ দিয়ে দেশের ৪১বছরের দীর্ঘ খরার অবসান ঘটিয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রক এই ইভেন্টের জন্য ৪১.৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

মীরাবাই চানু - ভারোত্তোলক: টোকিওতে রৌপ্য জেতা মীরাবাঈ চানুর জন্য ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২.৭৪ কোটি বিনিয়োগ করেছেন।

মনু ভাকের - শুটিং: মনু ভাকের প্যারিসে তার টোকিও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে চাইবেন। যাতে তিনি এবার প্যারিসে ভালো কিছু করতে পারেন তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক তার উপর ১.৬৮ কোটি বিনিয়োগ করেছে।

সিফট কৌর সামরা - শুটিং: তিনি হ্যাংজুতে ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত শ্যুটিং এশিয়াড সোনা জিতেছেন। তিনি প্যারিসে সেই ফর্মটি যাতে ধরে রাখতে পারেন তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে ১.৬৩ কোটি বিনিয়োগ করেছে।

রোহন বোপান্না - টেনিস: এই টেনিস কিংবদন্তি প্যারিসে অ্যাকশনে ফিরবেন এই আশায় ক্রীড়া মন্ত্রক তার জন্য ১.৫৬ কোটি বিনিয়োগ করেছেন।

মানিকা বাত্রা - টেবিল টেনিস: টিটি থেকে একটি পদক পেতে ক্রীড়া মন্ত্রক তার ওপর ১.৩০ কোটি বিনিয়োগ করেছে।

নিখাত জারিন এবং লভলিনা বড়গোহাইন - বক্সিং: জারিন ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছে। আর লভলিনার একটি অলিম্পিক ব্রোঞ্জ রয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রক জারিন এবং লভলিনার উপর যথাক্রমে ৯১.৭১ লক্ষ এবং ৮১.৭৬ লক্ষ বিনিয়োগ করেছে।

ভিনেশ ফোগাট - কুস্তি: এটি তার তৃতীয় অলিম্পিক হবে এবং তিনি ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে ৭০.৪৫ লাখ বিনিয়োগ পেয়েছেন।

অলিম্পিক "অর্ডার সন্মানে" ভূষিত হচ্ছেন বেজিং অলিম্পিক শুটিংয়ে সোনা জয়ী বিন্দ্রা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বড় সম্মান পাচ্ছেন বেজিং অলিম্পিকে সোনা জয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা। ১০ আগস্ট তাঁকে 'অলিম্পিক অর্ডার' সম্মানে ভূষিত করা হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট বিন্দ্রাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন, "অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি-র কার্যনির্বাহী বোর্ড আপনাকে অলিম্পিক অর্ডার সম্মানে ভূষিত করবে।" ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য—ও বিন্দ্রাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অলিম্পিকের প্রসার ঘটানোর জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে ১৯৭৫ সাল থেকে। এবারের অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আগের দিন বিন্দ্রাকে এই সম্মান দেওয়া হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সমাজের প্রতিটি অংশকে উপকৃত এবং একটি উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণ করার লক্ষ্যে যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ মাননীয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামনকে দিল্লির বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে মুখপাত্র বৈঠকের সময় স্বাগত জানালেন সাংসদ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব ও অন্যান্য নেতৃত্বরা।

জোলাইবাড়ী শালবাগান এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুলাই: বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:১০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার জোলাইবাড়ীর শানবাগান এলাকায় টি আর ০৮ সি ৪৭৫১ নাম্বারের বাইকে করে শুভঙ্কর গোস্বামী (৪০) নামে এক ব্যক্তি জোলাইবাড়ী থেকে বাইখোড়া জগন্নাথ পাড়াস্থিত নিজ বাসভবের উদ্দ্যেশ্যে রোওনাহয়।
এরমধ্যে জোলাইবাড়ীর শাল বাগান এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শুভঙ্কর গোস্বামী উনার বাইক দিয়ে দুইজন পথচারীকে আঘাত করেবলে অভিযোগ। এতেকরে দুইজন পথচারীর পাশাপাশি বাইক চালক জাতীয়সড়কে ছিটকে পরেগিয়ে আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের উদ্ধারকরে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েআসে।
জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনকদেখে বাইক চালককে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করে। বাকি দুইজন পথচারী জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসিধীন অবস্থায় রয়েছে। জানাযায় আহত দুইজন পথচারী হলো পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা বাপ্পি শাখিক (৩০) অপরজন আগরতলার বাসিন্দা মনিষ পাল (৪৭)। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ।

এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একজম বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে সন্দেহভাজন একজন পুরুষকে আটক করা হয়। সে বাংলাদেশের বাসিন্দা মোঃ মোস্তফা(৩৭)। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

লক্ষ্মী সাইগেলের ১২ তম প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মী সাইগেলের ১২তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হচ্ছে। আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে তাঁর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় গণ অবস্থানের আয়োজন করা হয়েছে।
নারী সমিতির সর্বভারতীয় সভানেত্রী রমা দাস বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে কমরেড লক্ষ্মী সাইগেলের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আত্মত্যাগকে আগামীদিনের চলার পথে অনুসরণ করা দরকার। এবছর লক্ষ্মী সাইগেলের প্রয়াণ দিবস স্লোগান হচ্ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া আইন শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবি জানানো হচ্ছে।

শিক্ষক বদলি হতেই শিক্ষিকার সাথে পড়ুয়াদের ঝামেলা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ইন্দ্রনগর নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমানে শিক্ষক নেই। তার মধ্যে বিষয় শিক্ষকদের অন্যান্য স্কুলে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন। ওই ঘটনায় গোটা বিদ্যালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমানে শিক্ষক নেই তার মধ্যে শিক্ষকদের অন্যান্য স্কুলে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক দীবেন্দু শর্মা ডেপুটেশনে এসেছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে ওই বিদ্যালয়ে চাকরি করে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে বদলি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ছাত্র ছাত্রীরা। তাতে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে পড়ছে ছাত্রীরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, স্কুলের শিক্ষক খুব কম তা সত্ত্বেও স্কুলের শিক্ষিকা স্মৃতি নাথ ভালো করে ক্লাস করছেন না। তাদের দাবি, ইংরেজি শিক্ষককে বদলি করা যাবে না।কারণ তাদের পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটতে পারে। পাশাপাশি, শিক্ষিকা স্মৃতি নাথকে বদলি করতে হবে।

ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায় গৃহহীন হতদরিদ্র মানুষদের মধ্যে বস্ত্র ও শুকনো খাবার তুলে দেয় ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে উইমেন্স কলেজের এন-এস-এস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা মঙ্গলবার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি এলাকার গৃহহীন হতদরিদ্র মানুষদের হাতে বস্ত্র ও শুকনো খাবার তুলে দেয়।
এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন তাদের এ ধরনের মহতী সামাজিক কাজকর্মের প্রশংসা করেন। আগামিদিনেও এই ধরনের কাজকর্ম-অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন এন. এস এস এর স্বেচ্ছাসেবী রমা ভট্টাচার্য। লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবেই তারা এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে বলে জানিয়েছে। সমাজের অবহেলিত নিষ্পেষিত গৃহহীন অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তারা সকল স্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

বলাই গোস্বামীর বাড়ি বাড়ি প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম জিলা পরিষদ আসনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বলাই গোস্বামী। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভোট প্রচারে বেরিয়ে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি আশাবাদী পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।নির্বাচনে জয়ী হয়ে মানুষের সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেন জানান তিনি।

ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত অটো রিক্সা মজদুর সংঘের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত গান্ধীগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: মঙ্গলবার গান্ধীগ্রাম বাজারে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত অটো রিক্সা মজদুর সংঘের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা অটো রিক্সা মজদুর সংঘের উদ্যোগে গান্ধীগ্রাম বাজারে মঙ্গলবার অটো রিক্সা মজদুরদের ৬৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এদিন পশ্চিম জেলার অটো রিক্সা চালকরা এই প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে সমবেত হন।
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন যাত্রী সাধারনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা প্রত্যেক অটো শ্রমিকদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে প্রত্যেক অটো রিক্সা শ্রমিকদের প্রতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অটোরিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।
রাজধানী আগরতলা শহরেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে এ রিক্সা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বটতলা এলাকায় সাফাই অভিযান সংঘটিত করা হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিক্সা শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান বটতলা এলাকায়। এদিন এই রিক্সার শ্রমিকরা বটতলা এলাকায় সাফাই অভিযানে শামিল হয়ে এলাকার স্বচ্ছ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানান।
যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট না করার জন্য তারা সকলের প্রতি বিনম্রভাবে আহ্বান। তারা বলেন পরিবেশকে সুরক্ষিত না রাখলে জনসাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। এর বিষময় ফল ভোগ করতে হবে প্রত্যেককেই। এ ব্যাপারে সমাজের সকল অংশের জনগণকে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ই রিক্সা শ্রমিকরা। তাদের এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেছেন সচেতন নাগরিকগণ।

খোয়াই পুরাতন টাউন হলে জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ জুলাই: মঙ্গলবার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই পুরাতন টাউন হলে জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে মঙ্গলবার খোয়াই পুরাতন ডাউন হলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নির্ঝর ভৌমিক থেকে শুরু করে খোয়াই জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এদিন একে একে সম্মানিত গুরুদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানেকে কেন্দ্র করে সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মিজোরাম থেকে এনডিপিএস মামলার মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: নেশা কারবার চক্রের মূল অভিযুক্ত কিংপিনকে মিজোরাম থেকে আটক করেছে উত্তর জেলা পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ৩০ জুন বাগবাসা থানাধীন এলাকা থেকে একটি নম্বরবিহীন নতুন গাড়িকে এবং দুইজনকে আটক করেছিল বাগবাসা থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৪০৮ গ্রাম হিরোইন পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে নেশাজাতীয় দ্রব্যের মূল অভিযুক্তের নাম পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে মিজোরামে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে মিজোরাম পুলিশের সহায়তায় মূল অভিযুক্তকে আটক করে ধর্মনগরে নিয়ে আসা হয়েছে।

বাউন্ডারি না থাকার কারণে বেহাল অবস্থায় পরিণত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: বাউন্ডারি না থাকার কারণে বেহাল অবস্থার পরিণত হচ্ছে রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত টাউন প্রতাপগড় এলাকার সূর্যসেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।
অভিভাবকদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটে আছে আবর্জনা এবং কাচের বোতল। বাউন্ডারি না থাকার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা। যে যার মত গাড়ি পার্ক করছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে।
এ বিষয়ে অঙ্গনওয়াড়ি ইনচার্জ বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মোট ৪৮ জন পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু ওই কেন্দ্রে বাউন্ডারি না থাকার কারণে বেহাল দশায় পরিণত হচ্ছে। নোংরা আর্বজনা থেকে শুরু করে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের জিনিস পড়ে থাকে। তাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

জাতীয় সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে জয়েন এ্যাকশন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: আগামী ২৫ জুলাই উদয়পুর-অমরপুর জাতীয় সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে জয়েন অ্যাকশন কমিটি। আজ কমিটির তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন শৈলেন কুমার রু। শৈলেন কুমার রু বলেন, বিগত কিছুদিন ধরে রাবার চারা পাচ্ছেন না। এবিষয়ে কথা বলতে গোমতী জেলাশাসকের কাছে দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে টিএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড় বি আর আম্বেদকর মেডিক্যাল টিচিং হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আজ দুপুরে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন।
ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনের সময় তিনি অপারেশন থিয়েটার, শিশু, অস্থি, ইএনটি, সিটিস্ক্যান বিভাগ ঘুরে দেখেন।সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আসামের পরেই ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবা অনেকটাই উন্নত। এর ফলে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর সংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য এই রাজ্যে আসেন।
রাজ্যপাল ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড় বি আর আম্বেদকর মেডিক্যাল টিচিং হাসপাতালের চিকিৎসকদের বর্তমান চিকিৎসার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই আরও কিভাবে উন্নত পরিষেবা প্রদান করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।
কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত এবং মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. জয়ন্ত কুমার পোদ্দার রাজ্যপালের কাছে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের পরিষেবা ও বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড় বি আর আম্বেদকর মেডিক্যাল টিচিং হসপিটালের সোসাইটির চেয়ারম্যান ডা. প্রমথেশ রায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

বেশিরভাগ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: সামনেই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। গোটা রাজ্যব্যাপী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল মাঠে নেমেছে। এর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে মনোনয়নপত্র দাখিল এবং গতকাল প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদের বেশিরভাগ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি।
গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৬৩৭০ টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ৪৫৫০ টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮২০ আসনে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই আসনগুলিতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দল। সাথে অন্যান্য দল ও নির্দল রয়েছে। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধলাই জেলার দুর্গা চৌমুহনী ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুরাতন আগরতলা ব্লক এবং জিরানিয়া ব্লক, সিপাহীজলা জেলার নলছড় ব্লক, বক্সনগর ব্লক, গোমতি জেলার তেপানিয়া ব্লক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি ব্লকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি দল।
একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে মোট আসন রয়েছে ৪২৩টি। তার মধ্যে ২৩৫ টি আসনেই বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ ১৮৮ টি আসনে এবারের পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে ধলাই জেলার দুর্গা চৌমুহনী ব্লক, খোয়াই জেলার কল্যাণপুর ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর, বামুটিয়া, ওল্ড আগরতলা, ডুকলি, জিরানিয়া ব্লক, সিপাহীজলা জেলার নলছড়, চরিলাম, বক্সনগর, গোমতি জেলার তেপানিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পোয়াংবাড়িতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিলা পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ১১৬। তারমধ্যে ২০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ ২০ টি আসনে জিলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৮ আগস্ট।
তাতে দেখা যাচ্ছে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশিরভাগ আসনেই বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ফলে এই নির্বাচনে শাসক দল এগিয়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবারে যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সেসব আসনের মধ্যে কয়টি আসন ছিনিয়ে নিতে পারে বিরোধীরা সেটাই দেখার।

ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে নতুনভাবে ফুল, ফলের চারা তৈরী করার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে নতুনভাবে ফুল ফলের চারা তৈরী করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার এডিনগরে ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেড কমপ্লেক্সে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জহর সাহা ও দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে নতুনভাবে ফুল এবং ফলের যারা তৈরি করবার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।
এ উপলক্ষে হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিক ও চেয়ারম্যান জানান নতুন করে কর্পোরেশন এখানে গোলাপ রজনীগন্ধা সহ অন্যান্য ফুল ও ফল চাষ ও চারা উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখানে উৎপাদিত উন্নত মানের চারা উদ্যোগীদের মধ্যে সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে রাজ্যে ফ্লোলো ফলের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

গন্ডাছড়ার পরিস্থিতি মাথায় রেখে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে চিঠি দিল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: গন্ডাছড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর- এর নিকট চিঠি দিয়েছিল এনএসইউআই।
মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এনএসইউআই - এর নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি গন্ডাছড়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা দেওয়া তাদের জন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিষয়টি মাথায় রেখে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। ভাইস চ্যান্সেলর এই দাবি মেনেছেন বলে জানিয়েছেন এনএসইউআই নেতৃত্বরা। ২৪.৭. ২০২৪ তারিখে যে সকল সেমিস্টার পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেই দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনএসইউআই নেতৃত্বরা।

নেশা সামগ্রী পাচারকালে পুলিশের হাতে আটক তিন মহিলা, উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই: গতকাল রাতে নেশা সামগ্রী পাচারকালে পুলিশের হাতে আটক তিন মহিলা। তাদের কাছ থেকে ৩৪ টি সাবানের বাক্সে থাকা প্রায় ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান মেলাঘর থানার ও.সি দেবাশীষ সাহা। ওসি দেবাশীষ সাহা বলেন, সোমবার গভীর রাতে মেলাঘর থানার নাকা পয়েন্টে সন্দেহভাজন একটি যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়িকে আটক করা হয়েছিল। গাড়ির মধ্যে তিনজন মহিলা ছিল। তাঁদেরকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে ৩৪ টি সাবানের বাক্সে থাকা প্রায় ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা হবে। মেলাঘর থানার ও.সি দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন, সোনামুড়ার দুর্গাপুরের বাসিন্দা ফুলজান বেগম , ধনপুর তারাপুকুর এলাকার বাসিন্দা নাহিদা আক্তার , দুর্লভনারায়নের বাসিন্দা মমতা খাতুন। তারা সবাই আগরতলার দিক থেকে সোনামুড়ার দিকে আসছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।